আলো ও ছায়া

কবিবর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভূমিকা সহিত।

নবম সংস্করণ

কলিকাতা।

১৩৪৮

ইং ১৯৪১।

উৎসর্গ।

পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজ্যপাদেষু।

বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার,
লুকাইয়া ক্ষুদ্র তনু, ঢালে গীতধার
ব্যাধের অলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুদ্র পাখী,
সেইরূপ আপনারে লুকাইয়া রাখি'
তব স্নেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান
লাজুক এ ভীরু কবি খুলি' কণ্ঠ, প্রাণ।
তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীত হার,
আজ লোকান্তর হ'তে তা'ই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে ;—আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয় ;
বিংশ বরষের মম পুরাতন গীত
ভকতি-চন্দন-লিপ্ত, নব-সুবাসিত
পাবে তুমি, আশা এই। আছে আশা আর,
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার।

বালীগঞ্জ,

২৩শে জুন, ১৯০৯

ভূমিকা

এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা। যাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি, পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি আর বলিতেইবা কি, স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।

আমার প্রশংসাবাদ অত্যুক্তি হইল কি না, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যে, এই নবীন 'কবি' দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্য-সমাজের মুখোজ্জ্বল করুন।

একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম; এস্থলেও যদি আবার তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও আমার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার মনে যে আনন্দ ও সুখের উদ্রেক হইয়াছিল আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তাহাই করিতেছি; সমালোচকের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।

খিদিরপুর,
ইং ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

আলো ও ছায়া।

আঁধারে।

আঁধারের কীটাণু আমরা,
দুদণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙ্গে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।

কোথা হ'তে আসে কোথা যায়,
ভাবিয়া না কেহ কিছু পায়,
অজ্ঞানেতে জনম মরণ,
বিস্ময়েতে জীবন কাটায়।

নিবিড় বিপিনে হেথা হোথা
দেখা যায় আলোকের রেখা,
কে জানে সে কোথা হ'তে আসে?
কারণের কে পেয়েছে দেখা?

বিস্ময়ে ঘুরিতে হবে যদি,
এ জীবন যতক্ষণ আছে
এস সখে, ঘুরি এই দিকে,
আলোকের রেখাটির কাছে

কিরণের রেখাটি ধরিয়া
ঊর্দ্ধে যদি হই অগ্রসর,—
না হই, কিই বা ক্ষতি তাহে ?
মরিব এ জ্যোতির ভিতর।

অন্ধকার কাননের মাঝে
যতটুকু আলো দেখা যায়,
এস সখে, লভি সেই টুকু,
এস, খেলা খেলিব হেথায়।

দার্জ্জিলিং,
১লা মে, ১৮৮৬।

আলোকে।

আমরা তো আলোকের শিশু।
আলোকেতে কি অনন্ত মেলা!
আলোকেতে স্বপ্ন জাগরণ,
জীবন ও মরণের খেলা।

জীবনের অসংখ্য প্রদীপ
এক মহা-চন্দ্রাতপতলে,
এক মহা-দিবাকর-করে,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে জ্বলে।

অনন্ত এ আলোকের মাঝে
আপনারে হারাইয়া যাই,
দুঃসহ এ জ্যোতির মাঝার
অন্ধবৎ ঘুরিয়া বেড়াই।

আমরা যে আলোকের শিশু,
আলো দেখি ভয় কেন পাই?
এস, চেয়ে দেখি দশ দিক্,
হেথা কারও ভয় কিছু নাই

অসীম এ আলোক-সাগরে
ক্ষুদ্র দীপ নিবে' যদি যায়,
নিবুক না, কে বলিতে পারে
জ্বলিবে না সে যে পুনরায় ?

দার্জ্জিলিং,
১লা মে, ১৮৮৬।

জিজ্ঞাসা ।

পুষ্পবিরচিত পথে ভ্রমিনু, কোথায় সুখ ?
সেবিনু বিশ্রাম সুধা, তবু ঘোচেনা অসুখ।
কল্পনা মলয়াচলে, প্রমোদ নিকুঞ্জতলে
কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল, চমকি উঠিল বুক ?

"জীবন কিসের তরে ?" কেঁদে জিজ্ঞাসিছে প্রাণ,
নীরব কল্পনা আজি করে না উত্তর দান।
চুম্বিয়া সহস্র ফুল বহে বায়ু, অলিকুল
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরিছে, নদী গাহে মৃদু গান।

আবার ঘুমাব ব'লে মুদিলাম আঁখিদ্বয়,
আসিল না সুপ্তি মম, চিত্ত যে তরঙ্গময়।
যত চাহি ভুলিবারে জীবন কিসের তরে
নারিনু ভুলিতে কথা, ফিরে' ফিরে' মনে হয়।

দুঃখ পথে।

সারাদিন পথে পথে, ধূলায় রবির তাপে,
ভ্রমিয়াছি কোলাহল মাঝে,
ঘন জনতার মাঝে ছাড়িয়া দিছিনু হিয়া
নিজপুরে ফিরেছে সে সাঁঝে।
একলাটি বসে' বসে' আপনার পানে চাহি,
মনেরে ডাকিয়া কথা কই,
নিভৃত হৃদয় কক্ষে ধীরে ধীরে অবতরি
নিরখি অবাক্ হয়ে রই।
এই আমি—এই আমি?—হায়! হায়! এই আমি
আপনারে নারি চিনিবারে,
মলিন মুমূর্ষু প্রাণ লুটাইছে, সিক্ত হয়ে
আপনারি শোণিতের ধারে!
রবিতাপে, ধূলিমাঝে জনতার কোলাহলে
প্রবেশিয়ে এই সুখ পাই!
কোথায় যাইব হায়? কোন পথ সেই পথ
কঙ্কর কণ্টক যেথা নাই?

মেদিনীপুর,
মে, ১৮৮৫।

সুখ।

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল ;
সকলি গিয়াছে—কি আছে আর ?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন মরণ একই মত !

জীবন মরণ একই মতন,—
ধরি এ জীবন কিসের তরে ?
ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
কতকাল আর রাখিব ধরে' ?

বুঝিতাম যদি কেমন সংসার,
জানিতাম যদি জীবন জ্বালা,
সাধের বীণাটি লয়ে থাকিতাম
সংসার আহ্বানে হইয়ে কালা।

সাধের বীণাটি করিয়া দোসর
যাইতাম চলি বিজন বনে,
নীরব নিস্তব্ধ কানন হৃদয়ে
থাকিতাম পড়ি আপন মনে।

আপনার মনে থাকিতাম পড়ে',
কল্পনা আরামে ঢালিয়া প্রাণ,
কে ধারিত পাপ সংসার ধার ?
সংসারের ডাকে কে দিত কান

না বুঝিয়া হায় পশিনু সংসারে,
ভীষণ-দর্শন হেরিনু সব,
কল্পনার মম সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত
হইল শ্মশান, পিশাচরব।

হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে',
বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে'।

লক্ষ্যতারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,

তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙ্গিয়ে হৃদয় শতধা হ'ল।

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
সে আশার ফল ফলিল এই।
সেই জীবনের কি কাজ জীবনে?—
তিল মাত্র সুখ জীবনে নেই।

যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক এ জ্বালা,
আয় ভাঙ্গা বীণে আবার গাই-
যাতনা—যাতনা—যাতনাই সার,
নরভাগ্যে সুখ কখনো নাই।

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব জীবন,
যতদিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?

যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে' ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব জীবন অবনী'পরে ?

বল্‌ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈস্বরে,—
না,—না,—না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ করি' কেঁদনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস, আর ঘুর'না পাঁকে

যাতনা যাতনা কিসেরি যাতনা ?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে ?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে' ?

লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গম্ভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে’?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন ধার?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী’পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

জুন, ১৮৮০।

নিয়তি।

নিয়তির অঞ্চল বাতাসে
শেষ দীপ হইল নির্ব্বাণ,
বৃথা চেষ্টা আলোকের আশে,
আঁধারে মগন রহ প্রাণ।

মাঝে মাঝে ভুলে যাব পথ,
মুহুর্ম্মুহু স্খলিবে চরণ;
অদৃষ্ট, পুরাও মনোরথ,
তিতিক্ষাই আমার শরণ।

কি যে এক স্রোতো দুর্নিবার
ভাসাইয়া লয় সুখরাশি,
মন্ত্রমুগ্ধ বসি নদীপার,
আমি কেন না যাইনু ভাসি?

সব মোর ভেসে চ'লে যায়,
আমি মোর ভাসিবার নই,
ভেঙ্গে যায় যবে ঘাত পায়,
আমি শুত ব্যথা সয়ে রই।

এ প্রবাস সহিয়া রহিতে,
আমরণ সহি তবে রহি ;
আঁধার রাজিছে চারিভিতে,
বোঝা মোর আঁধারেই বহি।

কলিকাতা,
১০ই জুন, ১৮৮৬।

দিন চলে যায়।

একে, একে, একে, হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্‌বুদ্‌ মত, উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।

জীবন আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?
শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে,
জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়,
আর দিন চলে যায়।

নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল
একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়,
স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়;
আর দিন চলে যায়।

কলিকাতা,
১৮৮১।

বর্ষ সঙ্গীত।

আপনার বেগে আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি না চায় ?

কার নয়নের ফুরাল না জল
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত,
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত,

কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কার হৃদিশোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে,

দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিলনা ওর অস্তের পথে,
অই যায় চলে, অই যায়,—যায়
সৌর-দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।

বরষের পর বরষ যাইছে,
বিদায়ের কালে চরণে তার,

কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আঁখি দিয়া
পড়িছে তরল মুকুতা ভার,
আপনার ভাবে, আপনার মনে,
অশ্রুশিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব,
কারো মুখ পানে ফিরি না চায়।

ম্রিয়মাণ প্রাণ আশা ভর করি,
বরষপ্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয় কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।

জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরীমালা,
ভুলে যাই গত বিষাদ বেদন,
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।

একটী প্রভাত সুখে কেটে যায়,
আশার মৃদুল সুরভি বায়

এক দিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া,
এক দিন পাখী মধুরে গায়।

আবার, আবার, ফিরিয়া ঘুরিয়া
তেমনি শতেক নিরাশা আসে;
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয় গগন আবার গ্রাসে।

পড়িয়া, উঠিয়া, থামিয়া, চলিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টক রাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি!

আপনার বেগে, আপনার মনে,
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল,
দেখিবার তরে ফিরে না চায়।

কেহ কি দেখেনা? কেহ কি চাহে না
দুঃখী দুরবল নরের পানে?

তবে কেন প্রতি নূতন বরষে
ফুটে নব ফল হৃদয়-বনে?

তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোতঃ আবার বহে?
তবে আশারাণী কেন কানে কানে
শতেক অমিয়-বচন কহে?

নিরাশা, বেদনা, দুঃখ অশ্রু লয়ে
পুরাণ বরষ গিয়াছে যাক্,
দ্বাদশ মাসের বিষাদের দাগ
উহারি বুকেতে লুকান থাক্।

কৃপা হস্ত কার, অস্ফুট আলোকে
দেখিতেছি, আছে জড়ায়ে সবে,
অই হাত ধরে' উঠি পড়ে' পড়ে',
কেন আর ভয় পাইগো তবে।

উঠিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া,
বরষে বরষে বাড়ুক বল,
ফুটুক্ না পায়ে দুটা তুচ্ছ কাঁটা?
বহুক্ না কেন নয়ন-জল?

নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে,
আজিতো গাহিব আশার গান,
নূতন বরষে আজি নব ব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

৩০শে জুলাই, ১৮৮৫

আয় অশ্রু আয়!

হাসির আগুন জ্বালি দহিয়াছি শুষ্ক প্রাণ;
সারাদিন করিয়াছি শুদ্ধ হরষের ভান।
আয়, অশ্রু, আয়।

সকলে দেখিল মুখ, বুকের ভিতরে মোর
দেখে নাই মর্ম্মব্যথা রহিয়াছে কি কঠোর।
আয়, অশ্রু, আয়।

বাহিরে আমার শুধু শান্তির কৌমুদীরাশি,
সুখের তরঙ্গে যেন সদাই রয়েছি ভাসি!
আয়, অশ্রু, আয়।

ঘুমাইছে এ আলয়, একা এই উপাধান
জানিবে, দেখিবে তোরে, আয় অশ্রু, জুড়া' প্রাণ
আয়, অশ্রু, আয়

আগষ্ট ১৮৮৫

থাম্ অশ্রু থাম্।

আজি হেথা আনন্দ উৎসব,
আজি হেথা হরষের রব,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

দেখ্, ওরা উল্লসিত প্রাণ,
শোন্, বহে আমোদের গান,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

অই দেখ্, কত সুখোচ্ছ্বাস
উথলিছে তোর চারি পাশ,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

ধরণী কি শুধু দুঃখময়?
ওরা যে গো অন্য কথা কয়,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

এতেক সুখের মাঝখানে
আজি আমি কাঁদি কোন প্রাণে?
থাম্, অশ্রু, থাম্।

বেলাভূমি অতিক্রম করি,
দু' একটি সুখের লহরী
চুম্বিয়াছে প্রাণ;

ছেড়ে দেরে, ছেড়ে দেরে যাই,
আমি হাসি, আমি গান গাই,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

আগষ্ট ১৮৮৫

কোথায়?

হিয়া রে, কোথায় নিতে চাহিস্ আমারে হায় ?
আকুল, অধীরপারা ছুটেছিস্ দিশাহারা,
ধাস্ বুঝি মরুভূমে হেরি মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
আরনা, আরনা, হিয়ে ফিরে আয় ফিরে আয়।

কি জানি সুধাই কারে, কোথায় যে যেতে চাই !
কি জানি কোথা কে ডাকে, ছুটেছি পাগল তাই !
কি জানি নূতন ভাষা প্রাণের ভিতরে ভাষে ;
কি মধুর আলো এক আঁখির উপরে হাসে ;
ভাষা সে মধুর ভাষা, আমিই বুঝি না ভাল ;
আমি অন্ধপ্রায়, কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।

তাইতো গো অবিরাম চলিয়াছি দিশাহারা ;
তাইতো গো দিশি দিশি ছুটেছি পাগলপারা।
অকূল অতল ঘোর এ সংসার পারাবারে
ভাসাইয়া ক্ষুদ্রতরী, দিবালোকে, অন্ধকারে,
অবিরাম, অবিশ্রাম মানব চলিয়া যায়,
নাহি জানে কোথা যাবে তরঙ্গের ঘায়, ঘায় ;—
অদৃশ্য যে কর্ণধার, কাটায়ে তরঙ্গগ্রাস,

ধরণী কি শুধু দুঃখময় ?
ওরা যে গো অন্য কথা কয়,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

এতেক সুখের মাঝখানে
আজি আমি কাঁদি কোন প্রাণে ?
থাম্, অশ্রু, থাম্।

বেলাভূমি অতিক্রম করি,
দু' একটি সুখের লহরী
চুম্বিয়াছে প্রাণ ;

ছেড়ে দেরে, ছেড়ে দেরে যাই,
আমি হাসি, আমি গান গাই,
থাম্, অশ্রু, থাম্।

আগষ্ট ১৮৮৫।

কোথায় ?

হিয়া রে, কোথায় নিতে চাহিস্ আমারে হায় ?
আকুল, অধীরপারা ছুটেছিস্ দিশাহারা,
ধাস্ বুঝি মরুভূমে হেরি মৃগ-তৃষ্ণিকায় !
আরনা, আরনা, হিয়ে ফিরে আয় ফিরে আয়।

কি জানি সুধাই কারে, কোথায় যে যেতে চাই !
কি জানি কোথা কে ডাকে, ছুটেছি পাগল তাই !
কি জানি নূতন ভাষা প্রাণের ভিতরে ভাষে ;
কি মধুর আলো এক আঁখির উপরে হাসে ;
ভাষা সে মধুর ভাষা, আমিই বুঝি না ভাল ;
আমি অন্ধপ্রায়, কিন্তু আলো সে উজ্জ্বল আলো।

তাইতো গো অবিরাম চলিয়াছি দিশাহারা ;
তাইতো গো দিশি দিশি ছুটেছি পাগলপারা।
অকূল অতল ঘোর এ সংসার পারাবারে
ভাসাইয়া ক্ষুদ্রতরী, দিবালোকে, অন্ধকারে,
অবিরাম, অবিশ্রাম মানব চলিয়া যায়,
নাহি জানে কোথা যাবে তরঙ্গের ঘায়, ঘায় ;—
অদৃশ্য যে কর্ণধার, কাটায়ে তরঙ্গগ্রাস,

চালান তরণী তার ; ভেদিয়া আঁধার রাশ,
উজ্জ্বল নক্ষত্র সম যাঁর নয়নের ভাতি
সম্মুখে দেখায় পথ আসিলে তামসী রাতি ;
শুধিতে মানস-স্বর্ণ অনলের মাঝ দিয়া
যাঁহার অদৃশ্য বাহু মানবেরে যায় নিয়া ;
সুখের মধুর স্বাদ করিতে মধুরতর
দুঃখের বিধান যাঁর ; তাঁহারি স্নেহের কর
সঙ্কট কণ্টকারণ্যে, মরুভূমে, অন্ধকারে,
যাবে না কি লয়ে মম দুরবল হাত ধরে' ?

১৮৮৩।

লক্ষ্য-তারা।

বিশাল গগন মাঝে এক জ্যোতির্ম্ময়ী তারা,
তাহারেই লক্ষ্য করি চলিয়াছি অবিরাম,
ঘন ঘোর তমোজালে জগৎ হয়েছে হারা,
পরবাসী আত্মা মম চাহে সে আলোকধাম।

লভিতে আলোকধাম চলিয়াছে অবিরাম,
কাহারে সুধাই, সে কি হইতেছে অগ্রসর ?
যেথা যাই নভো মাঝে সে তারকা সদা রাজে,
কাহার পশ্চাতে তবে ছুটিতেছি নিরন্তর ?

বসি রহিতাম যদি অই কুটীরের দ্বারে,
দাঁড়াত না ও তারকা নয়নের আগে মোর ?
ছু:ট ছুটে আসিয়াছি বিজন জলধি পারে,
দিগন্তের অন্তে গেলে নাগাল কি পাব ওর ?

কঠোর বসুধাবুকে ভ্রমিতেছি শুষ্ক মুখে,
থামিব কি এইখানে ? কোন্ স্থানে, কোন্ দিন
ধরারে ধরিয়া হাতে স্বরগ লইবে সাথে,
আলোক নীরধি মাঝে আঁধার হইবে লীন ?

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬

নির্ব্বাণ।

কে কোথায় গেয়েছিল গান,—
সুর তার গেছি ভুলি, মনে নাই কথাগুলি,
শেষ তার "জীবনের জ্বলন্ত শ্মশান
কোন দিন হইবে নির্ব্বাণ ?"

তাপদগ্ধ হয় যবে প্রাণ,
কোলাহল ভেদি জনতার, হানে ধীরে হৃদয় দুয়ার
বিরাগের সহচর উন্মাদক গান,
"কোন দিন হইবে নির্ব্বাণ ?"

সুন্দরতা-মগন পরাণ
মজি রহে যেথা চাই, আপনারে ভুলে যাই,—
এই বুঝি নিবে যাওয়া জ্বলন্ত শ্মশান ?
একি নহে ক্ষণিক নির্ব্বাণ ?

খোলে যবে নিদ্রিত নয়ান,
আদি অন্তে, জড়ে নরে, ত্রিভুবন চরাচরে,
হেরে শুধু সৌন্দর্য্যের, প্রেমের বিধান,
জুড়াইয়া জ্বলন্ত পরাণ !

এক দিন হবে না এমন,
আপনারে ভুলি চিরতরে, মগ্ন রব সৌন্দর্য্য-সাগরে
কিবা অমা, কি পূর্ণিমা, মরু, ফুলবন,
আনন্দের হবে প্রস্রবণ ?

সেই দিন বুঝি দগ্ধ প্রাণ,
ক্ষণিক স্বপন সম, হেরিবে অতীতে মম,—
শৈশবের ভীতি, দুঃখ, আঁধার, অজ্ঞান,
সেই দিন হইবে নির্ব্বাণ।

২১শে নভেম্বর ১৮৮৬।

জাগরণ।

ঘুম ঘোরে ছিনু এত দিন,
  স্বপন দেখিতেছিনু কত,
প্রাণ যেন হয়ে গেল ক্ষীণ
  দুঃখ বনে ভ্রমি অবিরত।

কেহ কাছে নাহি আপনার,
  মুখ তুলে যার পানে চাই,
শূন্য, শূন্য, শূন্য, চারি ধার,
  একলাটি পথ চলে যাই।

শত কাঁটা বিঁধিয়াছে পায়,
  হাহাকার অশ্রুরাশি লয়ে;
দিবস রজনী চলি যায়,
  দীর্ঘ পথ তবু যায় রয়ে।

অতি শ্রান্ত আকুলিত প্রাণে
  পড়িলাম ভূমে লুটাইয়া,
আপনারি আর্ত্তনাদ কানে
  পশি, ঘুম দিল টুটাইয়া।

কোথা যেন গেল মিলাইয়া
রজনীর সেই দুঃস্বপন ;
দিশি দিশি আলো বিলাইয়া
দেখা দিল তরুণ তপন।

স্বপন দেখিনু, তবে কেন
দেহ মোর অবসন্ন প্রায় ?
স্বপনে কি লাগিয়াছে হেন
কণ্টকের শত চিহ্ন পায় ?

কোথা হ'তে আসিছে ঊষায়
সুরভিত মৃদু সমীরণ ?
কাঁটা যবে ফুটেছিল পায়,
হৃদে কি ফুটিল ফুলবন ?

আগষ্ট ১৮৮৫।

নিয়তি আমার।

নিয়তি আমার,
কঠিন পাষাণ সম কঠোর হৃদয় মম
দ্রবিবারে যে অনল করিলে সঞ্চার,
সেই সে অনল গিয়া, উজলি মলিন হিয়া,
আলোকিল জীবনের পথ অন্ধকার।
পলাইতে চাহি ত্রাসে, জড়াইলে ভুজপাশে,
এড়াইতে কতই না করিনু যতন,
অজ্ঞাত আত্মীয় জনে দেখি, ভয় পায় মনে
শিশু যথা, ভয়ে ভীত আছিনু তেমন।
আকুল তরুণ হিয়া নিরজন পথ দিয়া
কোলে করি নিয়ে শেষে এসেছে হেথায়,
অশ্রুর নির্ঝর সম ঝরাইয়া আঁখি মম,
কি মধুর দিব্যালোকে জুড়াইলে তায়।
নিয়তি আমার,
চাহিনা ফিরিতে আর শৈশবের লীলাগার,
তরুণ কল্পনা-ভূমি, অর্দ্ধ অন্ধকার,
তৃষিত আঁখির আগে, যে দিব্য আলোক জাগে,
তাহারেই লক্ষ্য করি চলি অনিবার,
ধর ক্ষীণ হস্ত তুমি হস্ত বিধাতার।

এপ্রিল ১৮৮৬।

নূতন আকাঙ্ক্ষা।

গাহিয়াছি, যেই গান গাহিব না আর,
ভুলে যাব বিষাদের সুর,
হইবে নূতন ভাষা নব ভাব তার,
রাগিনী সে মৃদুল মধুর।
আমারে দিওনা দোষ, নূতন সঙ্গীত
উন্মাদক নাহি যদি হয় ;
শান্তি সে গোধূলি আলো, মৃদু সন্ধ্যানিলে,
নহে ঝড় বজ্র-বিদ্যুন্ময় !
দুর্জ্জয় ঝটিকা সেই জনমের তরে
থামিয়াছে, বাসনা নৈরাশ ;
দীন যাত্রিকের মত হাঁটি লক্ষ্যপানে,
পথ-সুখে নাহি অভিলাষ !
ধীরে ধীরে চলি, আর ধীরে গাহি গান,
চারিদিক্ চেয়ে চলে যাই ;
মুমূর্ষু পথিক যারা তাহাদেরি কাছে
এ আমার সঙ্গীত শুনাই।

১৭ই মাঘ ১২৯৪
৩০।১।৮৮

আশা পথে।

দুইটি যে ছিল আঁখি প্রদীপ ভাবিত আলেয়ায়,
কতবার মরুমাঝে ভ্রান্ত হ'ত মৃগতৃষ্ণিকায়;
তাই পথে আসিল আঁধার।
ভয়ে, দুঃখে, অভিভূত, কাঁদিলাম ধূলায় ধূসর,
কতকালে উঠিলাম, কম্পিত চরণে করি ভর,
উঠিনু, পড়িনু কতবার।

সন্তর্পণে দুই হাতে অন্ধবৎ পথ হাতাড়িয়া,
সম্মুখেতে সাধুকণ্ঠে গীতধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া,
চলিলাম কি জানি কোথায়!
আঁধারে চলেছি অন্ধ, আসে রাতি, শিশির বাতাস,—
অই কি পোহাল নিশি? একি উষ্ণ ঊষার নিশ্বাস?
আলো যেন পড়িছে হিয়ায়।

সহযাত্রী যদি কেহ পিছে থাকে আমার মতন,
এস ভাই, এই দিকে; হেথা আছে অন্ধ একজন,
কাণে তার পশিতেছে গান;
ঊষার কিরণমালা হৃদে তার পশিয়াছে;
জানে সে সম্মুখে আলো, আঁধার রয়েছে পাছে;
তাই তার আনন্দিত প্রাণ?

১৮ই মাঘ ১২৯৪।
৩১।১।৮৮

নীরবে।

বধিরেরা করে কোলাহল,
আপনার শ্রবণ বিকল,
ভাবে বুঝি সকলেরই তাই ;

আমরাও বধিরের মত,
উচ্চরবে কথা কহি কত,
মৃদু বাণী শুনিতে না পাই।

বিশ্ব-যন্ত্রে কি মধুর গীত
অনুদিন হইছে ধ্বনিত,
পশিতেছে নীরব আত্মায় ;

অন্তহীন দেশকাল পূরি
বাজিতেছে জাগরণা তূরী,
আহ্বানিছে কি জানি কোথায় !

কথা আর পারি না বলিতে,
চাহি পথ নীরবে চলিতে,
মূক হয়ে শুনিবারে চাই ;

কিবা স্তব্ধ যামিনী সমান,
বাক্যহীন আরাধনা গান,
প্রেমবীণা বাজাইয়া গাই

মানব শুনিবে সেই গান,
নীরবে মিশাবে তাহে তান,
ঐক্যতান বাজিবে সদাই।

১৯শে মাঘ, ১২৯১।
১।২।৮৮

যৌবন তপস্যা।

প্রভাত-অধরে হাসি, সন্ধ্যার মলিন মুখ,
উদ্যম ফুরায়ে যায়, ভাঙ্গে আশা, ঘুচে সুখ;
চারিদিক্ চেয়ে তাই পরাণে লেগেছে ত্রাস,
কেমনে কাটাব আমি কালের করাল গ্রাস,
কোথা আমি লুকাব আমায়?

দীন হীন, এ জগতে হারাবার কিছু নাই,
তবু, কাল, হে ভীষণ, এক বড় ভয় পাই,
এক যাহা আছে মোর অতি যতনের ধন,
জীবনের সারভাগ, কাল, আমার যৌবন
কভু—কভু নাহি যেন যায়।

সরল এ দেহ যষ্টি সবলে আঘাতি যাও,
উজ্জ্বল লোচনোপরি কুজ্ঝটি বাঁধিয়ে দাও,
শুভ্র হোক্ কেশরাজি—এ সকলে নাহি ডরি ;
বাহিরের যত চাও একে একে লহ হরি,
অন্তঃপুরে কর'না গমন।

আত্মার নিবাসে আছে পরশ-মাণিক তার,
তাহারে হারালে হবে এ জগৎ অন্ধকার ;
শারদ কৌমুদী শোভা, বসন্তের ফুলরাশি,
কবিতা, সঙ্গীত, আর প্রণয়ের অশ্রুহাসি
আছে, যবে আছয়ে যৌবন।

জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হয়,
যাবৎ জীবন আছে যৌবন যেন গো রয়,
নহিলে, যৌবন যাবে, জীবন পশ্চাতে রবে,
বল দেখি, বল দেখি, সে মোর কেমন হবে ?
রহিবে না আশা অভিলাষ,—

সে কেমন হবে,—আমি অবহেলি বর্ত্তমান,
স্বপন-সমান এক অতীত করিব ধ্যান,
অন্ধ চক্ষুঃ তপ্তধারা বরষিবে অনুদিন,
সম্মুখ আলোক রাজ্য হেরিবে না দৃষ্টিহীন ?
এমন ঘটিছে চারিপাশ,
তাই প্রাণে বাড়িছে তরাস।

আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর ;
জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হবে,
যাবৎ জীবন মম তাবৎ যৌবন রবে ;—
এই আমি করিয়াছি পণ !

এ দেহ, ভঙ্গুর দেহ, বেঁকে যাক্—ভেঙ্গে যাক্,
সবল এ হস্তপদে বল থাক্—নাই থাক্,
খাটিতে না পারি যদি, দশের জীবনে জীয়া,
অপরের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ মিশাইয়া,
প্রেমব্রত করিব পালন।

তরুণ হৃদয়গুলি নিকটে আসিবে যবে,
আমারে বয়স্য ভাবি আশার স্বপন কবে ;
নির্ব্বাণ প্রদীপ যার—কেহ যদি থাকে হেন—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে হেথা আলো পায় যেন,
হস্ত পায় ধরিয়া দাঁড়াতে।

তার পর, যেই দিন আয়ুঃ হবে অবসান,
না হইতে শেষ এই এপারে আরব্ধ গান,
জীবন যৌবন দোঁহে বৈতরণী হবে পার,
উজল হইবে তদা পশ্চাতের অন্ধকার,
শরতের চাঁদনীর রাতে।

১২ই মাঘ, ১৮৮৮।

আশার স্বপন।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যাথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্ম্মদা-কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা।

১৮৮৭।

মা আমার!

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার

১৮৮৮।

রমণীর স্বর।

কেমনে আমোদে কাটাস দিবস?
কেমনে ঘুমায়ে কাটাস নিশি?
তোদের রোদন, বিদারি গগন,
দিক্ হ'তে কেন ছুটে না দিশি?

নিরাপদ গৃহে আমোদে আরামে,
স্নেহের সন্তান লইয়া বুকে
বেড়াস্ যখন, ঘুমাস্ যখন
পতির প্রণয়-স্বপন-সুখে,

শিহরে না দেহ, ভাঙ্গে না স্বপন,
পিশাচ-পীড়িতা নারীর স্বরে ?—
শিথিল হৃদয়ে ছুটে না শোণিত ?
কেমনে নীরবে রহিস্ ঘরে ?

নারী জীবনের জীবন যে মান,
সেই মান, সেই সর্ব্বস্ব যায়—
শুনি, একদিন চলিত অচল,
তোদের হৃদয় টলে না তায় ?

পুরুষেরা আজ পুরুষত্বহীন,
সচল-মৃণ্ময়-পুতলি নারী ;
সজীব যে তার-ই মান অপমান,
গৌরব, সাহস, বীরত্ব তার-ই।

সীতা সাবিত্রীর জনমে পাবিত
ভারতে রমণী হারায় মান ;
শুনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিস্ সবে,
তোদের সতীত্ব শুধু কি ভান ?

রমণীর তরে কাঁদে না রমণী,
লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া ?
রমণী শকতি অসুরদলনী,
তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া ?

পতির সোহাগে সোহাগিনী তোরা,
দেখ্ অভাগীরা, দেখ্ লো চেয়ে—
কি নরকানল পিশাচেরা মিলি
দেছে জ্বালাইয়া। পড়িবে ছেয়ে

সমগ্র ভারতে এই পাপানল,
সতী-কীর্ত্তিময়ী পবিত্র ভূমে—
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা পাষাণারা,
কেমনে নিশ্চিন্তে আছিস্ ঘুমে ?

সুদূর প্রান্তরে কুলী নারী, সেও
ভগিনীর বোন্, মায়ের মেয়ে ;
ভাব তার দশা, আপন ভগিনী
দুহিতার মুখ বারেক চেয়ে।

কেমনে আমোদে কেটে যায় দিন,
সুখের স্বপনে রজনী যায় ?
নারীর চরম দুর্গতি নেহারি,
নারীর হৃদয় টলে না তায় ?

কেঁদে বল্ গিয়া পিতার চরণে—
"অত্যাচারে এক ভগিনী মরে।"
বল্ ভ্রাতৃপাশে—"কি করিছ ভাই,
তোমাদের বাহু কিসের তরে ?"

বলিবি পতিরে—"প্রাণেশ আমার,
থাকে যদি প্রেম পত্নীর তরে,
দেখাও জগতে দুষ্কৃতি শাসন,
সতীর সম্মান কেমনে করে।"

স্ফুলিঙ্গ-বরষি, অশ্রুশূন্য আঁখি
নেহারি, কুমার সুধাবে যবে
ক্রোধের কারণ, কহিবে তাহায়
মর্ম্মস্পৃক্ দৃঢ় গম্ভীর রবে—

"ভারতে অসুর করে উৎপীড়ন ;
বীর, বীরনারী ভারতে নাই---
দশাননজয়ী, নিশুম্ভনাশিনী—
ঘোর অন্তর্দ্দাহে মরিয়া যাই।"

বল তারপর—"বাছারে আমার,
জননীর দুখে টলে কি প্রাণ ?
বল্ তবে বাছা জন্মভূমি তরে,
এ দেহ জীবন করিবি দান ?"

কে আজ নীরবে রয়েছিস্ দেশে ?
কা'র ভ্রাতা, পতি মগন ঘুমে ?
রমণীর স্বর গৃহ ভেদ করি
হউক ধ্বনিত সমগ্র ভূমে।

কলিকাতা,
এপ্রিল, ১৮৮৭।

পাছে লোকে কিছু বলে ।

করিতে পারিনা কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,—
পাছে লোকে কিছু বলে

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে

হৃদয়ে, বুদ্‌বুদ্‌ মত,
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা,—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে,
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দে'ছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

কলিকাতা, ৫।১'৮৯।

কামনা।

ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।

স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কায,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক্ বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যে টুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

কলিকাতা,
৭।১।৮৯

দূর হ'তে।

এ আমার আঁধার গুহায়
আঁখি তব পশে নাই' হায়!
ভালই কি হবে দেখি,
কত কি যে রয়েছে সেথায়।
ঘটনাসঙ্কুল এই দীর্ঘ পর্য্যটনে
দেখা শুনা হয়, দেব, অনেকেরি সনে;

শুধু নয়নের দেখা, অধরের বাণী
জগতের ব্যবধান মাঝে দেয় আনি—
সকলেরি কাছে কি গো খুলে দিব প্রাণ?
গাহিব কি পথে ঘাটে বীজ-মন্ত্র গান?
দূর হ'তে দেখে যারা, দেখে তারা ধূমরাশি;
আগুন দেখিবে যদি, দেখ গো নিকটে আসি।

কলিকাতা,
আগষ্ট, ১৮৮৩।

পাথেয়।

গান শুনে, গান মনে পড়ে ;
অশ্রুপাতে, চোখে আসে জল ;
অতীতেরা বহু দূর হ'তে
কি ব'লে করিছে কোলাহল।
তুমি মোর স্বদেশী, স্বজন,
এ জনমে, কিবা জন্মান্তরে,
আত্মায় আত্মায় পরিচয়
ছিল, ভাই, হেন মনে পড়ে।
কোন্ পথে এলে এত দূর ?
কোন্ দিকে চলিছ আবার ?
পথে পথে হবে কি সম্পাত,
দুই অশ্রু মিলিবে কি আর ?
দৈবগুণে, দুদণ্ডের তরে,
দেখা হ'ল, ভালই হয়েছে ;
পাথেয় ছিল না বেশী কিছু,
দীর্ঘ পথ সম্মুখে রয়েছে।
অন্তঃকর্ণে গান লয়ে যাই,
স্মৃতিফুলে নয়নের জল,
অন্ধনেত্রে প্রেমের আলোক ;
ক্ষীণ প্রাণে কতটুকু বল !

জানুয়ারী, ১৮৮৮

পরিচিত ?

অবিশ্বাস ? অসম্ভব। ঘন জনতার মাঝে
ভ্রমিতেছি অনুদিন, যে যাহার নিজ কাজে ;
কেবা কারে নিরখয়, কে কার সন্ধান লয়,
ক'জনার সাথে হয় ক'জনার পরিচয় ?
মুখ যার চিনে রাখি, চিনি না হৃদয় তার,
অকথিত হৃদ্‌ভাষা সাধ্য নাহি বুঝিবার।
একদিন -আজীবন স্মরণীয় একদিন—
পথভ্রান্ত মরুস্থলে, তাপদগ্ধ, সঙ্গিহীন,
অবসন্ন, ভূমিতলে ঢালিতেছি অশ্রুধার,
ভাবিতেছি, হেথা কেহ নাহি মোর আপনার ;
সেই দিন, কোথা হ'তে কে পথিক সহৃদয়
সস্নেহে ডাকিল কাছে, হয়ে গেল পরিচয়।
বিজনে দুঃখের দিনে, তুলি আঁখি অশ্রুময়,
আত্মায় আত্মায় যদি মুহূর্ত্তেরও দেখা হয়,
চেনা শুনা তাহাদের হয়ে যায় চিরতরে ;
কেমনে করিবে তারা অবিশ্বাস পরস্পরে ?
অপরে দেখিবে মুখ, শুনিবে মুখের বাণী ;
আমি তাঁর হিয়া চিনি, হৃদয়ের ভাষা জানি।

কিসের ভিখারী যেন ভ্রমিতাম শূন্য প্রাণে,
বুঝিলে অভাব, যবে চাহিলে এ মুখপানে ;
অযাচিত স্নেহরাশি অমনি ঢালিয়া দিলে,
শুষ্ক পিপাসিত প্রাণ একবার জুড়াইলে,
দেখাইয়া দিলে দূরে ছায়াময় তরুতল,
ব'লে দিলে, কোথা বহে অক্ষয়-নির্ঝর-জল।
যে দিন দাঁড়ালে আসি দুঃখী মুমূর্ষুর কাছে,
জানিলাম সেই দিন মানবে দেবতা আছে।
আজও ভ্রমিতেছি দূরে, রবিতাপে খিন্ন প্রাণ,
তবু জানি—একদিন মিলিবে বিশ্রাম-স্থান।
যতদিন নাহি মিলে, নির্জীব মুমূর্ষু হিয়া
তোমার স্নেহের স্মৃতি রাখিবে না জীয়াইয়া ?

আগষ্ট, ১৮৮৬।

সুখের স্বপন।

সুখের স্বপন, ঊষা, কেন আহা ভেঙ্গে দিলে?
অমন মধুর ছবি আঁখি হ'তে মুছে নিলে?
মৃদুল অরুণালোকে গগন ধরণী ভাসে;
সোণার কিরণ-লেখা নীল মেঘে মৃদু হাসে;
ললিত-লতিকা-কোলে হাসি ফুলরাজি দোলে।
সরসীর স্বচ্ছজলে বালরবি ধীরে খেলে;
বিহগ সঙ্গীত করি মধুর মধুর সুরে
মুক্ত পক্ষে শূন্যবক্ষে কোথায় চলিছে উড়ে;
মোহিত মুগধ চিতে চাহিলাম চারিভিতে—
চঞ্চল সরসী জলে, আকাশের ঘন নীলে;
দেখিতে দেখিতে যেন দুটি পক্ষ বিস্তারিয়া,
উঠিলাম মেঘ-দেহে শূন্যাকাশ সাঁতারিয়া,
সুকোমল মেঘগুলি কে যেন সরা'য়ে ফেলি,
ভুজপাশে জড়াইয়া সম্ভাষিল সখা বলি।
বহুদিন অই স্বর উপোষিত কর্ণে মম
ঢালেনি ও মৃদু গীতি অমিয়ার ধারা সম;
উত্তপ্ত ঊষর স্থলে স্নেহের শিশিরজলে
ভিজিল বিশুষ্ক প্রাণ না জানি এ কত কালে।
সুখের স্বপন হেন, কেন, ঊষা, ভেঙ্গে দিলে?

সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

সহচর।

দুঃখ সে পেয়েছে বহুদিন,
শৈশবে, কৈশোরে, তার পর,
কি বসন্তে, কি শরতে, শিরে
ঝটিকা বহিত নিরন্তর।
গভীর আঁধারে রজনীর
জাগিয়া থাকিতে হ'ত প্রায়,
আঁধার ঢাকিত অশ্রুনীর,
নিশ্বাসে বহিত নৈশ বায়।
অনাবৃতে ধরণী-শয্যায়
সে যখন ঘুমায়ে পড়িত,
স্বপনেরা অধরের তীরে
কি মধুর হাসি এঁকে দিত!
এতদিন যুঝিতে যুঝিতে
জীবনের সমর-প্রান্তরে,
জয় কিম্বা লভি পরাজয়,
গেছে চলি কোন্ দেশান্তরে।
সঙ্গীরা খুঁজিছে চারিদিক্—
কোথা সখা? কোথা সখা? বলি ;-
এসেছিল কোন্ দেশ থেকে?
কোন দেশে গিয়াছে সে চলি?

যায়নি' সে, মনে হয় যেন,
অদৃশ্য রয়েছে কাছে কাছে ;
তার বলে প্রাণে বল পাই,
না, না, সে হেথাই কোথা আছে।

দার্জ্জিলিং,
১।৫।৮৬

পথিক।

[১]

কণ্টক-কানন মাঝে তুমি কুসুমিত লতা,
কোথা হ'তে এলে ?
জনমিয়া পৃথিবীতে, অপার্থিব প্রভারাশি
কোথা তুমি পেলে ?
যে চাহে ও মুখ পানে তাহারই হৃদয় যেন
ভুলয়ে সংসার,
মোহিত নয়ন পথে যেনগো খুলিয়া যায়
ত্রিদিবের দ্বার।
স্নেহসিক্ত আঁখি তুলি মৃদু বিলোকনে যার
মুখ পানে চাও,

পূত মন্দাকিনী-নীরে হৃদয় তাহার যেন
ধুয়াইয়া যাও।
স্বরগের পবিত্রতা মানবী আকারে কিগো
গঠিলা বিধাতা ?
অথবা, চিনি না মোরা, নর মাঝে তুমি কোন
প্রবাসি-দেবতা ?

[২]

বিষাদের ছায়া সুচারু আননে,
বিষাদের রেখা আঁখির কোলে,
কুসুমের শোভা-বিজড়িত হাসি,
তাতেও যেন রে বিষাদ খেলে !
স্বচ্ছ নীরদের আবরণ তলে
নিশীথে চাঁদিমা যেমন হাসে,
তরঙ্গ আঘাতে বিকচ কমল
ডুবিতে ডুবিতে যেন রে ভাসে।
কি জানি কেমনে মৃদুল নয়ন
হৃদয়ে আমার বেঁধেছে ডোর,
শত মন্দাকিনী দেছে ছুটাইয়া
মরুভূমি সম জীবনে মোর।

১৮৮৪।

[৩]

আধেক হৃদয় তার সংসারের তীরে,
আধেক নিয়ত দূর সুরপুরে রয়,
নিরাশা, পিপাসা কভু আধেকের ঘিরে,
আধ তার ভুলিবার টলিবার নয়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।

জানি আমি, মোর দুঃখে ঝরে আঁখি তার,
জানি আমি, হিয়া তার করুণা-নিলয়,
তাই শুধু শুধু তাই, কিছু নহে আর;
আমার—আমার কভু হইবার নয়
সেই তার কুমারী-হৃদয়।

ধরা আর ত্রিদিবের মাঝে করে বাস,
আলো আর আঁধারের মিলন সীমায়
আধ কাঁটা, আধ তার সৌরভ সুহাস;
কাঁটা ধরি, সে সুবাস ধরা নাহি যায়—
সেই তার কুমারী-হৃদয়।

বিহগ-বালিকা ছুটি দূর শূন্য-থরে
মুক্ত-কণ্ঠে কত গীত গাহে মধুময়,
ভুলে ভুলে ভাবি আমি, অভাগারি তরে
বিষাদের মৃদু স্রোতঃ তার সাথে বয়,
আধেক আমারি সেই কুমারী-হৃদয়।

১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৮।

[৪]

এত কি কঠিন তব প্রাণ ?
তোমারে আপনা দিয়া, অতি তিরপিত হিয়া
আমিতো চাহিনা প্রতিদান।

দূরে রও, ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও,
পূজিবার দেহ অধিকার ;
তার বেশী চাহি নাই, তাও কেন নাহি পাই,
তাও কেন অদেয় তোমার ?

শোন্ বালা, বলি তোরে— সুদূর গগনক্রোড়ে
অই যে রয়েছে ধ্রুব তারা,
ওর পানে চেয়ে চেয়ে দুস্তর সাগর বেয়ে
চলে যায় দূরযাত্রী যারা ;

মানবের দৃষ্টি আসি, তারকার আলোরাশি,
এতটুকু করে না মলিন,
তারা সে তারাই রয়, তাহারে নেহারি, হয়
দৃষ্টিবান্ দিগ্‌ভ্রান্ত দীন।

তুমি তারকায় চেয়ে লক্ষ্য পানে যাবে ধেয়ে,
এই শুধু অভিলাষ যার,
না দেখায়ে আপনারে আর কাঁদা'ওনা তারে
তার পথ ক'রনা আঁধার।

[৫]

দেখি আমি মাঝে মাঝে,
শুনি এ করুণ গান,
গলি আসে আঁখি প্রান্তে,
করুণা-কোমল প্রাণ ;
নিষাদের বংশীরবে
মুগুধা হরিণী সম,
অসতর্ক ধীরে ধীরে
সন্নিহিত হয় মম।
চিত্তে নাহি লয় মোর
বিঁধিতে বাঁধিতে তারে,
তারে যে এ গীত মোর
মুহূর্ত্ত ভুলাতে পারে ;
ভুলে যে সে কাছে আছে,
জেনে যে সে চলে যায়,
পূর্ব্বকৃত তপস্যার
ফল বলি মানি তায়।
এ লোকে এ কণ্ঠ মম
নীরব হইবে যবে ;
দু'চারিটি গান মোর
হয়তো বা মনে রবে ;

হয়তো অজ্ঞাতসারে
গায়কে পড়িবে মনে ;
হয়তো বা ভুলে অশ্রু
দেখা দিবে দুনয়নে ;
তা' হ'লেই চরিতার্থ
জীবন—জনম—গান,
তাহাই যথেষ্ট মম
প্রণয়ের প্রতিদান।

জুন, ১৮৮৮।

প্রণয়ে ব্যথা।

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে ?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে ?
বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে,
আকুল ব্যাকুল হয়ে, সাথী একজন,
ভ্রমি বহু, অতিদূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক প্রাণ মনেরি মতন ;—
তখন, তখন তারে নিয়তি কেন রে বারে,
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন ?
অনুল্লঙ্ঘ্য বাধারাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি—
কেন দুই দিকে আহা যায় দুইজন ?
অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান—
আপনারে দেয় ফেলে অপরের পায় ;
সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করে,
সবলে চরণ তলে দলে' চলে' যায়।
নৈরাশপূরিত ভবে শুভ যুগ কবে হবে,
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ
কাঁদিবে না সারা পথে— প্রণয়ের মনোরথে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান ?

ছাড়াছাড়ি ঃ

ছাড়াছাড়ি—তাইতো হইবে।
সে আছিল নিতান্ত স্বপন—
তুমি আমি সংসারের দূরে
কোন এক শান্তিময় পুরে,
নিরজন কোন গিরিবুকে,
কুটীরে রহিব মনসুখে—
সে আছিল নিতান্ত স্বপন।
ছাড়াছাড়ি—তাইতো হইবে।

যদিই বা সম্ভব রহিত
সংসারের দূরে রহিবার,
প্রাণে কিগো কখনও সহিত—
এত অশ্রু এত হাহাকার

সমাজের দগ্ধ বুকে রেখে,
ভাইবোনে চিরদুঃখী দেখে,
দোঁহে রচি শান্তি নিকেতন,
চিরসুখে কাটাতে জীবন ?

যাব, যদি যাইবারে হয়,
দুই কেন্দ্রে আমরা দু'জন।
এ জীবন ছেলেখেলা নয়,
দুশ্চর তপস্যা এ জীবন।

এক প্রাণে গাঁথা নরচয়,
আকুল তৃষিত শান্তি লাগি,
প্রত্যেকের জয়, পরাজয়,
হরষ ও বিষাদের ভাগী।

ছাড়াছাড়ি—ক্ষতি নাই তা'তে;
দু'জনার আকুল হৃদয়
দেশ-হিত তপস্যা সাধিতে
টুটি যদি শতখান হয়—

তাই হোক্। দুটি প্রাণ গেলে,
দশজন বেঁচে যদি যায়,
তবে দোঁহে আনন্দাশ্রু ফেলে'
যাব লয়ে অনন্ত বিদায়।

৫ই মে ১৮৮৬।

বিদায়ে।

বিদায়ের উপহার অশ্রুভার দিবে,
একবার চাহিবে না হেসে ?
জাননা কি, শূন্য প্রাণে যাইতে হইবে
নিতান্তই ভিখারীর বেশে ?
আনন্দ, আরাম শান্তি রাখি তব কাছে,
দেহ লয়ে চলিয়াছি হিয়া ফেলি পাছে,
চলিয়াছি অতি দূর দেশে।

আজ বিদায়ের দিনে সাথে লয়ে যাব
ম্লান মূর্ত্তি, স্মৃতির সম্বল ?
এ জনমে আর দেখা পাব, কি না পাব,
আজ তুমি মুঁছ আঁখিজল ;
আজ তুমি হেসে চাও, অধরের ভাতি
আমিলন, বিরহের অন্ধকার রাতি
দীপ-সম করুক উজ্জ্বল।

এপ্রিল, ১৮৯৮।

নিরাশ

সত্য যদি, প্রিয়তম, উন্নতির পথে তব
বাধা আমি, কর আজ্ঞা,—পথে তব নাহি রব।
দেখাব না পাপমুখ, চাহিব না ভালবাসা,
সাধ, একা লক্ষ্য তব পূর্ণ হোক তব আশা।
তোমারি গৌরবে গর্ব্ব, তোমারি সুখেতে সুখ,
তোমারি বিষাদে, নাথ, ভাঙ্গিয়া যাইবে বুক।
তোমার হৃদয়ে শান্তি, তুমি ভালবাস তাই
আমার প্রাণের তৃপ্তি, অন্য আকাঙ্ক্ষিত নাই।
তাই যদি নাহি পাই, যাও চলে, প্রিয়তম,
ফেলে যাও,—দলে যাও তুচ্ছ এ হৃদয় মম।
নিস্প্রভ নয়ন তব, শান্তি সুখ নাহি মনে,
বল কভু—'গৃহ ছাড়ি সাধ হয় যাই বনে ;
পঙ্কে নিমগন পদ, উঠিবারে যত চাই,
পড়িয়া গভীরতর আবার ডুবিয়া যাই।"—
প্রিয়তম আমি কি সে সুদুস্তর পঙ্ক তব ?
আমি বাধা ?—যাও ছাড়ি পদপ্রান্তে নাহি রব
শৈশবে দোঁহারে লয়ে বেঁধে দিল হাতে হাতে,
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয়ে হৃদয়সাথে ;
জ্ঞানের আলোকে, নাথ, তুমি হলে অগ্রসর,
অজ্ঞানের অন্ধকারে আমিত বেঁধেছি ঘর !

শৈশব গিয়াছে চলি, কৈশোর পেয়েছে লয়,
করে পরিণয় হ'ল, কবে হ'ল পরিচয়!
তোমাতে আমাতে মিল, আলোকে আঁধারে যত,
তাইতো মলিনমুখে ভ্রম দুঃখে অবিরত।
কিবা গূঢ়তর দৃষ্টি লভিয়াছে আঁখি তব,
ভূতলে গগনে হের কত কিছু অভিনব!
কোন দূর আকরের সন্ধ্যান পেয়েছে যেন,
আমার ঐশ্বর্য্য যাহা তুচ্ছ তারে কর হেন!
কি দৃষ্টি সে লভিয়াছে,—পেয়েছ সে কি রতন,
উপেক্ষা করিছ যে এ আমাদের ধন জন?
কতবার সাধ যায় বসি তব পদতলে,
শিখি সেই দিব্য মন্ত্র যাহার মোহনবলে
ধনী হতে ধনী তুমি, যাহার অভাবে মম
প্রভাহীন রূপরাশি, আঁখি দুটি অন্ধ সম।
বৃথা আশা। আর দাসী চরণ-কণ্টক হয়ে,
চাহে না ভ্রমিতে সাথে; থাক্ সে আঁধার লয়ে।
সাঁতারিতে নারে সাথে কেন আপনার ভারে
ডুবাইব, প্রাণাধিক তোমারেও এ পাথারে?

মুগ্ধ প্রণয়।

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে
পাও নাই সন্ধান তাহার ?
কারে ব'লে' কার গলে দিলে
প্রণয়ের পারিজাত হার ?
মুগ্ধ নর ;—আঁখি ছলে মন ;
কল্পনা সে বাস্তবেরে ছায় ;
চারু মূর্ত্তি করিয়া গঠন,
শিল্পী ভালবেসেছিল তায়।
স্বরচিত প্রতিমার তরে
উন্মত্ত হইল যবে প্রাণ,
দেবতারে কহিল কাতরে—
পাষাণে জীবন কর দান।
প্রেমময় বিধাতার বরে
সে বাসনা পূর্ণ হ'ল তার—
অনুভূতি কঠোর প্রস্তরে,
প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার।
পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী-নারীরূপ ধরে,
নারী তব পারে নাকি তবে
দেবী হ'তে বিধাতার বরে ?

১৮৮৭।

সঞ্জীবনী মালা।

"কেন মালা গাঁথি—কুমারীর চিন্তা শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া।"]

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর?
শ্মশানেতে যার বাস,
গৃহে যার সর্ব্বনাশ,
কি সুখে সে গাঁথে ফুলহার?
এ বিলাস সাজে কিগো তার?

ভস্মাবৃত সে সুখের ধাম,
ফুলবন কবিতার
দাবদগ্ধ ছারখার,
কোথা পেলে কুসুমের দাম?

শ্মশানের শিশু তুই, বালা'
শ্মশানে ভোরের বেলা
খেলেছিস্ ছেলে খেলা,
স'য়ে গেছে শ্মশানের জ্বালা

শ্মশানের শিশু তুই, বালা,
আশে পাশে চিতা তোর,
কৈশোর স্বপনে ভোর'
কল্পনায় গাঁথিছিস্ মালা!

কল্পনার প্রেম মালা নিয়া,
মরণ উৎসাহে ভোর,
আধখানি প্রাণ তোর
কেন দিবি শ্মশানে ঢালিয়া?

ভস্মে ভস্ম করি স্তূপাকার
কি ফল লভিবি হা রে!
মরণ কি কভু পারে
মৃতরাশি বাঁচাতে আবার?

পারগো—পারগো যদি, বালা,
কুমারী হৃদয়ে তব
জাগাও জীবন নব,
গাঁথ প্রেমে সঞ্জীবনী মালা;—

এ মালা পরাবে যার গলে,
নূতন জীবনে জেগে
স্বরগীয় অনুরাগে
প্রেম তব লবে প্রাণ তুলে।

জুন, ১৮৮৫।

বৈশম্পায়ন।

অচ্ছোদ-সরসী তীরে বিচরিছে ধীরে ধীরে
পাগল পরাণ;
প্রতি তরু, প্রতি লতা কি যেন কহিছে কথা
উন্মাদিয়া কান।
সরসীর স্বচ্ছ জল, রবি-করে ঝলমল,
কত কথা বলে;
কি ও ভাষা মনে নাই, শুনে শুধু চারি ঠাঁই
সঙ্গীত উথলে।
আহত মৃগের মত ছুটিতেছে ইতস্ততঃ
চিনিছে না ঘর;
লতা গহনের পাশে ক্ষণেক দাঁড়ায় এসে,
অশ্রু ঝর ঝর।
এই কাননের কাছে কি যেন হারায়ে আছে—
সরবস্ব তা'র;
আকুল ব্যাকুল চিতে খুঁজিতেছে চারি ভিতে
শূন্য চারি ধার।

১৮৮৫।

পান্থ-যুগল ৷

"কত জন এ ধরায়
চলে, পড়ে, উঠে যায়
বিক্ষত চরণে;
একা আসে একা যায়,
কারেও না সাথে চায়,
জীবনে মরণে।

কেহ নিজ দুঃখ জ্বালা
লয়ে কেন গাঁথে মালা,—
যারে ভালবাসে
তাহার ভবিষ্য ভুলি,
গলে তার দেয় তুলি,
বাঁধে তারে পাশে?

"মলিন আনন্দ-রাহু
বাড়ায়ে দুর্ব্বল বাহু,
ধরি শুভ্র হাত,
দুরগম পথ দিয়া
লয়ে যায় মৃদু হিয়া
আপনার সাথ?

"আপনার অন্ধকারে
অন্ধীভূত করে তারে,
ঘন অবসাদে
সরল তরুণ প্রাণ
করে নত ম্রিয়মাণ,
কোন্ অপরাধে ?

"পুষ্পাস্তৃত পথ ফেলে
তুমি, সখি কেন এলে
কণ্টকিত পথে ?"-
"চরণের কাঁটাগুলি
নিজ হাতে নিব তুলি—
এই মনোরথে।"

"কেন গো শুনিলে ডাক,
বলিলে—'এ সুখ থাক্' ;
কৈশোরের তীরে
কেন ফেলে এলে খেলা,
ভাসালে জীবন-ভেলা
ক্রুদ্ধ-সিন্ধু-নীরে ?"

"অন্ধকারে পারাবার
এক সাথে হব পার—"
"বৃথা মনস্কাম।

দুঃখ, প্রিয়ে, প্রাণমাঝে,
তুমি জীবনের সাঁঝে
পাবেনা আরাম।

"কুসুম-কোমল তনু
শুকাইছে অণু অণু,
ঝরে বা ত্বরায়;
বুঝি বিষাদের দিন
বিরহ-নিশায় লীন,
সকলি ফুরায়।

"কত দৃঢ় বাহু ফেলে
তুমি, সখি, করেছিলে
দুর্ব্বল আশ্রয়;
জীবনের মহারণে
বুঝি মোরা দুই জনে
লভি পরাজয়।"

"হয় হোক্ প্রিয়তম,
তুচ্ছ এ জীবন মম
অন্ধকারময়,

তোমার পথের 'পরে
অনন্ত কালের তরে
আলো যদি রয়।

"জীবন প্রান্তরে কত
চরণ হয়েছে ক্ষত,
সখা হে, তোমার ;
অতিক্রমি দুঃখ পথ,
হও পূর্ণ-মনোরথ,
পরীক্ষায় পার।

ক্ষীণপ্রাণ, শ্রান্তদেহ,
পথে যদি পড়ে কেহ,
আমি যেন পড়ি
তোমারে, বিজয়ী-বেশে
নেহারি সমর-দেশে,
সুখে যেন মরি।

"তোমারে বিজয়ি-বেশে
নেহারি সমর-দেশে,
মুহ্যমান প্রাণ
বারেক জীবন পাবে,
অন্তিমে বারেক গাবে
আনন্দের গান।

যায় দিবা মেঘাবৃত,
দ্বিগুণিত, ঘনীভূত
সান্ধ্য অন্ধকার ;
রজনীর অবসানে
জানি আমি কোন খানে
জাগিব আবার।

"বিঘ্ন বিপদের 'পরে
ভ্রুকুটি বিস্তার করে'
অগ্রসরি ধীরে—
শত অস্ত্র লেখা বুকে,
বিজয়ের জ্যোতিঃ মুখে,
অনন্তের তীরে

"যখন দাঁড়াবে, সখা,
দু'জনায় হবে দেখা ;
পরাজিত জন।
তব জয়ে প্রীতিমনা,
আজিকার এ কাননা
করিবে স্মরণ।"

২রা জুন, ১৮৮৬।

চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ।

অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?—
চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্য গীত গায়,
প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।

মাস, বর্ষ হ'ল অবসান,
আশা-বাঁধা ভগন পরাণ
নয়নেরে করেছে শাসন,
কোন দিন ফেলি অশ্রুজল,
করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—
এই তার আছিল যে পণ।

আজি ফুল মলয়জ দিয়া,
শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া
পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;
নবীভূত আশারাশি তার,
অশ্রু মানা শোনেনাকো আর—
চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া,
জীবন, তেয়াগি নিজ কায়,
তোমারি অন্তরে যেতে চায়—
তাই হোক্ উঠগো বাঁচিয়া।

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।
চন্দ্রাপীড় ঘুমাও'না আর—
কাণে প্রাণে কে কহিল তার,
আঁখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।

মৃত্যু-মোহ অই ভেঙ্গে যায়,
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
চারি নেত্রে শুভ দরশন;
এক দৃষ্টে কাদম্বরী চায়'
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—
"এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।"

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়,
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া!

আঁখি দুটি মুখ চেয়ে থাক্,
জীবন স্বপন হয়ে যাক্,
অতীতের বেদনা ভুলিয়া।

"আধেক স্বপনে, প্রিয়ে,
কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
মধুর আধেক আর
জাগরণে আছে মিশি ;
"আঁধারে মুদিনু আঁখি,
আলোকে মেলিনু তায়
মরণের অবসানে
"জীবন জনম পায়।"

"জীবন ?—জীবন, প্রিয় ?
নহি স্বপনের মোহে ?
মরণের কোন তীরে
অবতীর্ণ আজি দোঁহে ?

ডিসেম্বর ১৮৮৬

ভালবাসার ইতিহাস।

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব-বধূটির মত
ভালবাসা মৃদু পদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কানে আপনার মৃদু গীত,
সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে তখন;
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অযুতে অযুতে ফুল ফুটে তার পায় পায়!

শূন্য আলয়ের মাঝে উদাস উদাস প্রাণ
কাঁদে সদা ভালবাসা, কেহ নাহি তার,
কেহ তার নাহি বলে' সকরুণ গাহে গান;
সে যে গেঁথেছিল এক কুসুমের হার
মাঝে মাঝে কাঁটা, তার কেমনে জড়ায়ে গেছে,
টানিয়া না ফেলে কাঁটা, মালাগাছি ছেঁড়ে পাছে;

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার ফুরায়েছে আঁখিজল,
ভালবাসা তপস্বিনী কাঁদেনাকো আর;
বিষাদ-সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,
শারদ-গগনভরা কৌমুদীর ভার;
নলিনী-নিশ্বাস-বাহী সুমধুর সান্ধ্য বায়,
দেখিতেছে ভালবাসা—কে যেন মরিয়া যায়।

কে যেন সে সে মরে গেছে, তার শ্মশানের 'পরে
উঠিয়াছে ধীরে ধীরে চারু দেবালয়,
বিশ্বহিত পুরোহিত নিয়ত ভকতি ভরে
পূজিতেছে বিশ্বদেবে ; ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালবাসা, স্বাধীনা, আননে তার,
দিব্য প্রভা, কণ্ঠে দিব্য সঙ্গীতের সুধা-ধার।

৬ই সেপ্টেম্বর,
১৮৮৫।

চাহিবেনা ফিরে ?

পথে দেখে, ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে'
উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনা রাশি,
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে।

পতিত মানব তরে নাহি কিগো এ সংসারে,
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়া'বার ?

সত্য, দোষে আপনার　　　　চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে　　　　সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে'যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে,　　　　চলেছিল একসাথে
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে',　　　　তুলিবে না হাতে ধরে'
অর্দ্ধ দণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া　　　　প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর,
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে　　　　ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

১৮৮৫ ।

ডেকে আন্‌।

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে, ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নতশিরে;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তোরা আন্‌ ডাকি।

ফিরাস্‌নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি,
আজি আন্‌ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি।
অতীতে বরষি ঘৃণা কিবা আর হবে ফল?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি হাত ধরে লয়ে চল্‌।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু-পাশে
বেঁধে ফেল্‌; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে;

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা ক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনম শোধ।
তোরা না জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষ-বাণ,
দুঃখ ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌।

জানুয়ারী, ১৮৮৯।

আহা থাক্।

আহা থাক্—আহা থাক্।
নীরবে, আঁধারে, নয়নের ধারে
আপনি নিবিয়া যাক্
দুঃখের আগুন। সরম আহুতি
দিও না দিও না আর;
স্নেহের অঙ্গুলি পরশেও ক্ষত
দ্বিগুণ জ্বলিবে তার।

কাজ নাই সান্ত্বনার;
সময়, স্বভাব, দুজনার হাতে
দাও ব্যথিতের ভার,
কাজ নাই সান্ত্বনার।
দগধ কাননে কিছু কাল পরে
তৃণদ্রুম জন্ম লয়,
ভগন শাখার চারি ধারে উঠে
উপশাখা, কিশলয়;
কালের ভেষজে দগধ হৃদয়
হরিৎ হবে না আর?
উঠিবে না নব আশা চারিদিকে
ভগ্ন, মৃত বাসনার?

১৮৮৭।

মায়ের আহ্বান।

দুরারোহ গিরিবর-কূটে
অবহেলে চলেছিলি ছুটে,
পড়ে গেলি, কি হয়েছে তায় ?
আয় বাবা, আঁচলে আমার
মুছে দিই নয়নের ধার,
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়।

পাঠাইয়া তোরে দূরদেশে
অনুদিন রহিয়াছি বসে,'
পাতি কোল তোর প্রতীক্ষায়।
শ্রান্ত হ'স বাজে যদি দেহে,
তুলে লব স্নেহের এ গেহে,
মা'র ছেলে মা'র কোলে আয়।

কত কেহ দুরাকাঙ্ক্ষ বলি,
আপনার পথে যাবে চলি,
মরম পীড়িয়া উপেক্ষায় ;
বিদেশীরা বুঝিবে না ভাষ,
বুঝি বা করিবে উপহাস,
করুক না, কিবা আসে যায় ?

তোর দেহ কার দেহ দিয়া ?
কার হৃদবীজে তোর হিয়া ?
লাজ, ভয় কার কাছে হায় !
জঠরে দিয়াছি যদি ঠাঁই,
আজ কিগো কোলে স্থান নাই ?
আয়, তবে আয়রে হেথায়।

নিঠুর এ কঠোর সংসার
কত আশা করে চূরমার,
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায় ;
ভাঙ্গা আশা উঠিবে জুড়িয়া,
দীপ-শিখা উঠিবে স্ফুরিয়া,
দুটী দিন মা'র কোলে আয়।

চৈত্র, ১২৯৩।

নীরব মাধুরী।

ওরা কত কথা কহে,
ওরা কত করে কাজ ;
এ সদা নীরবে রহে,
আপনা দেখাতে লাজ।

দুঃখে ওরা অশ্রুনীর
সুখে ওরা জয়নাদ ;
এর দুঃখে আছে তীর,
এর হর্ষ মানে বাঁধ !

ওরা কত স্নেহ জানে,
কত কাছে ওরা যায় ;
এর প্রাণ যত টানে,
এ তত পিছাতে চায়।

ওরা যাহে বাঁধা পড়ে,
সে বাঁধন মানে না এ ;
ওরা যারে এত ডরে,
তার ভয় জানে না এ।

এ থাকে আপন মনে,
ধারে না কাহারো ধার,
নাহি বাদ কারো সনে,
নাহি পর আপনার।

ফুল এক বন মাঝে
নিরজনে ফুটে আছে,
কখনো সমীর সাঁঝে
গন্ধ বহি আনে কাছে।

শোভাময়ী প্রকৃতির
এক কোণ পূর্ণ করি,
নীরব সৌন্দর্য্য ধীর
ফুটে আছে, যাবে ঝরি।

কুসুম করে না কাজ,
কুসুম কহে না কথা;
জন্ম তার মৃদু লাজ,
মরণ মধুর ব্যথা।

এর কাজ কথা এর
একটী জীবনে ভরা;
আছে যে এ, তাই ঢের,
তাতেই কৃতার্থ ধরা।

জানুয়ারী ১৮৮৯।

দেব-ভোগ্য ৷

সে গেছে ; এ ধরা হ'তে, তাহারি পশ্চাতে,
অতুল সৌন্দর্য্য লুপ্ত তার ;
ভস্ম তার মুষ্টিমেয় মিশে মৃত্তিকাতে,
চিহ্ন কিছু রহিল না আর।

অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ নাম ক্ষুদ্র পরিবারে
দিন কত উচ্চারিত হবে,
সুন্দর জীবন তার বিস্মৃতি-আঁধারে
চিরদিন আবরিত রবে।

যে মাধুরী ধরণীর নয়ন জুড়ায়,
কেহ আহা দেখিল না তারে ;
কে জানে, তেমন দেখা যায় কি না যায়
মরণের অন্ধকার পারে।

সে গেছে ; এ ধরা হ'তে চিরদিন তরে
ঘুচে গেছে সে সৌরভোচ্ছ্বাস ;
যে শোভা ফুটিয়া ঝরে নেত্র-অগোচরে,
তার কিগো বিফল বিকাশ ?

তাতো নয়; যে সৌন্দর্য্য নিরজনে রহে
বিকাশে না মানবের তরে,
গোপনে সুবাস, শোভা আজীবন বহে,
নর চক্ষুঃ পাছে ম্লান করে;
বিধাতার আঁখি তরে ফুটিয়া ধরায়,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঝরে সুন্দরের পায়।

৮ই জানুয়ারী ১৮৮৯।

অনাহূত।

এলি যদি, রাণি, কেন ফিরে যাস্,
অভিমান-ম্লানমুখা?
ভুলে এসেছিস্, ভুলে তবে হাস্,
ভুলে ভুল, কর সুখী।

আসিয়া আহূত, ফিরে যাবি তাই?
এসেছিলি—ছিল কাজ?
আর কেহ হেথা অনাহূত নাই,
তাহে তোর এত লাজ?

দেখ্ মানময়ি, আরও কত কেহ
অনাহূত উপস্থিত;
শোন্ লো সুভগে, হৃদয়ের স্নেহ
আপন-আহ্বান-গীত।

সৌন্দর্য্য আপন-নিমন্ত্রণময়
অপরেরে কাছে আনে,
সাদর বচন কেড়ে যেন লয়,
এমনি মোহিনী জানে।

মধুর আলোক, মৃদুল বাতাস,
সুদূর পাখীর ডাক,
পাতার নীলিমা, কুসুমের বাস,
তারা আছে তুই থাক্।

তোর আগমনে, দেখ দেখি মণি,
আনন্দ-পূরিত গেহে
দ্বিগুণিত কি না হরষের ধ্বনি,—
আঁখি আর্দ্রীভূত স্নেহে?

অতীত স্বপন হৃদি জাগাইতে,
নয়নেরে দিতে সুখ,
কত প্রাচীনের আশীর্ব্বাদ নিতে,
নিয়ে এলি ওই মুখ!

বাঁকা কালা চুলে হাত রাখি সবে,
করিবেন এ আশিস্—
অনাহূত হয়ে যেথা যাস্ যবে,
এমনি আনন্দ দিস্।

২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৯।

চিনুর প্রতি।

হায় হায়! কে তোরে শিখালে অভিমান,
সংসারের বিনিময়, দাবী দেনা জ্ঞান,
কে শিখালে অনাদর-ভয়?
কে শিখালে আবরিতে আদর্শ সমান
শুভ্র, স্বচ্ছ, সরল হৃদয়,—
উপেক্ষার মিছা অভিনয়?

বর্ষ তিনে শিখেছিস্ এ ধরার রীতি,
ভুলেছিস্ কুসুমের বিপুল বিস্মৃতি,
নিরপেক্ষ আত্ম-বিতরণ।
হারাস্‌নে পুরাতন সুন্দর প্রকৃতি,
না ডাকিতে দিস্ দরশন,
স্নেহদানে হ'স্‌নে কৃপণ।
যেই মুখে দেবত্বের শুভ্র অভিজ্ঞান,
সে মুখে, সাজে কি, ধন, ম্লান অভিমান?

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৮৯।

নববর্ষে কোন বালিকার প্রতি।

বড়ই বাসিগো ভাল কৌমুদীর তলে
হেরিতে আভট হাসি তটিনীর জলে ;
বড় ভাল বাসি আমি দিগন্তের গায়
রক্তিম কিরণ মৃদু, ঊষায় সন্ধ্যায়।

শিশিরে সুস্নাত চারু মুকুলিকাগুলি
বাল-রবি-করে ফুটি, সমীরণে দুলি,
ঈষৎ নুইয়া যবে হাসে মধুময়,
পাশরায় অবসাদ, প্রাণ কেড়ে লয়।

তেমতি যখনি, বালা, সরল ও হিয়া তোর
শৈশব কিরণ তলে উছলিয়া উঠে,
থেকে থেকে রাঙ্গা দুটি অধরের বাঁধ টুটি
নিরমল সুধা হাসি সারা মুখে ছুটে,

কোমল-কপোল-যুগে, চিকণ ললাট-তটে,
ঈষৎ রক্তিম লেখা ক্ষণ শোভা পায়,
সজল নয়ান মাঝে হাসির সে ঢেউ গুলি
এ দিক্ সে দিক্ করি ভাসিয়া বেড়ায় ;

কি জানি কত কি কথা, কত কি মধুর ব্যথা,
কত কি সুখের চিন্তা আকুলয়ে প্রাণ,
চাহিয়া আবার চাহি, ভাবিয়া আবার ভাবি,
থামেনা ভাবনা-স্রোতঃ, নড়েনা নয়ান ;

আয় দিদি, কাছে আয়, চাহিয়া আমার পানে
হাস্ সে বিমল হাসি আজি একবার ;
আজি নববর্ষ দিনে হেরি ও পবিত্র জ্যোতিঃ,
সারাটি বছর সুখে কাটুক আমার।

তোরেও, বালিকে আজ একান্তে আশীষ করি—
আজি যে মুকুল চিত্ত শোভার আধার,
কীটের অক্ষত রহি, ফুটিয়াও এই মত
ঢালুক নির্ম্মল প্রীতি প্রাণে সবাকার।

১লা বৈশাখ,
১২৯০।

বালিকা ও তারা।

গৃহ কাজ সারি এতক্ষণে তবে
আইনু কানন মাঝ,
ডুবেছে পশ্চিমে রক্তিম তপন,
এসেছে বিষণ্ণ সাঁঝ।

কোথা হতে ধীরে আসিছে তিমির
আবরিছে জল স্থল,
দিবালোক সনে কোথা গেছে দলে
দিবসের কোলাহল!

চাঁদের তরল রজত কিরণ
ভাসায় না আজি ধরা;
ক্ষীণ ক্ষীণ আলো ঢালিতেছে মিলি
অযুতে অযুত তারা।

তবুও কি জানি কি জানি মোহিনী
তাহার চাহনি মাঝে,
নীরব কণ্ঠের কি জানি কি কথা
প্রাণের ভিতরে বাজে।

আঁখি মুদি, খুলি, ফিরি ফিরি চাই,
আবার নয়ন ঢাকি,
তৃণশয্যা'পরি মাথাটি রাখিয়া
বিষাদ-মোহিত থাকি।

কি যেন কি ব্যথা, কি যেন কি সুখ
হৃদয়ে উথলি যায়;
কি দৃশ্য-বুদ্বুদ স্মৃতির সাগরে
উঠয়ি বিলয় পায়।

ভাবনার মাঝে ভাবনা বিস্মৃত,
আপনা হারায়ে যাই,
নয়ন উন্মীলি নেহারী গগন,
আবার দেখিতে পাই—

শান্ত যামিনীর শ্যামল মাধুরী।
তারার মধুর গান,
তারার চোখের স্নেহ বিলোকনে
উছলিয়া উঠে প্রাণ।

কোমল বিমল মৃদু মৃদু ভাতি
গভীর সুখের হাসি,
নীরব অধরে হৃদয়-স্পরশী
কথা কহে রাশি রাশি।

জীবনের কাজ নীরবে সাধিছ,
চাহিছ ধরণী পানে,
তোমরা গো সবে হ'ও সখা মম
সংসার গহন বনে।

সুদূর, বিশাল, অনন্ত গগনে
যতটুকু দেখা যায়,
আমার হৃদয়ে অতটুকু থাক,
জ্যোতির কণিকা প্রায়।

কত বড় সবে চাহি না জানিতে,
চিরকাল ছোট থাক,
ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র এ জীবন
স্নেহেতে বাঁধিয়া রাখ।

পশ্চাতে রাখিয়া জন-কোলাহল,
এই তটিনীর তটে,
বনের আড়ালে, এই তরু-মূলে,
যখনি আসিব ছুটে—

আঁধার নিশায়, ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে
তোমাদের মৃদু ভাতি
ঢালি শত ধারে, রাখিও ভুলায়ে
সারাটি নীরব রাতি।

প্রভাতের ছবি তটিনীর জলে
যখনি দেখিতে পাব,
ধীরে ধীরে উঠি যাব গৃহপানে,
সারাদিন কাজে রব।

ও কিরণ প্রাণে উদ্দীপনা হয়ে
খাটাবে সংসার মাঝে,
আকর্ষণী মত আবার এ বনে
লইয়া আসিবে সাঁঝে।

বরিশাল
জানুয়ারী, ১৮৮১।

চাহি না।

কার কাছে যাই, কার কাছে গাই
আমার দুঃখের সুখের কথা ;
সরায়ে নীরবে হৃদি-যবনিকা,
কাহারে দেখাই কি আছে তথা ?

চাহি না, চাহি না, কতবার বলি—
চাহি না সুহৃৎ, চাহি না সখা,
চাহি না করিতে স্নেহ বিনিময়,
আপনারে ভালবাসিব একা।

চাহি না, চাহি না, কিছুই চাহি না,
চাহি শুধু অই কানন খানি,
চাহি শুধু মৃদু কুসুমের হাস,
বন বিহগের মধুর বাণী।

চাহি নিরখিতে তরঙ্গের খেলা
বসি এ বিজন তটিনীকূলে,
অনন্ত বিশাল আকাশ চাহিয়ে,
চাহি আপনারে যাইতে ভুলে।

শুক্লা রজনীতে বিমল গগনে
চাহি চন্দ্রমার রজত হাসি,
অমায় অমায় চাহি চারিধারে
গভীর গম্ভীর তামস-রাশি।

কেহ নাহি যার সে কারে চাহিবে ?
চাহি না সুহৃৎ, চাহি না সখা,
প্রকৃতির সাথে হাসিয়া কাঁদিয়া,
সারাটি জীবন কাটাব একা।

প্রকৃতি জননী, প্রকৃতি ভগিনী,
নিসর্গ আমার প্রাণের সখা,
আমারে তুষিতে ফুল মৃদু হাসে,
নাচে জলে রবি-কিরণ লেখা।

চাহি না, চাহি না, ফের যেন কেন
ছুটে ছুটে যাই নরের কাছে,
কহি মরমের দুইটী কাহিনী,
কহি সুখ দুঃখ যা' কিছু আছে।

জুন, ১৮৮২।

এতটুকু।

এতটুকু স্খলিত-চরণ
সঙ্কীর্ণ পন্থায়,
গিরিযাত্রী নিমেষের মাঝে
কোথা ডুবে যায়!
এতটুকু সাহসের কণা
স্ফুলিঙ্গ বীর্য্যের
জ্বাল দেখি আপনার প্রাণে,
জন সমাজের
দুর্নীতির শত তৃণস্তূপ
চারি ধারে হবে ভস্মসার;
কেড়ে লও দাঁড়াবার ঠাঁই,
এ জগৎ চরণে তোমার!
এতটুকু চিন্তার অঙ্কুর
লভিল জনম যদি, হায়!
অজ্ঞাত বিজন হৃদি মাঝ,
উৎপাটিত কেন কর তায়?
সেধে দেখ, উর্ব্বর হৃদয়
কেহ যদি লয়ে যায় তারে,
লালিত, বর্দ্ধিত হ'লে, কালে
ফুল তাহে পারে ফলিবার।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭।

সুখের সন্ধান।

সুখ হে, তোমারে আমি
খুঁজিয়াছি, সজনে বিজনে ;
হে সুখ, বিরহে তব
কাঁদিয়াছি, শূন্য শূন্য মনে।
তোমারে ডেকেছি আমি,
নাম ধরি, দিবসে নিশায়,
তোমারে করেছি ধ্যান,
নিতি নিতি, সন্ধ্যায় ঊষায়।
যত বেশী খুঁজিতাম,
ছায়া তব হ'ত দূরতর ;
যত অশ্রু ঢালিতাম,
দুঃখ তত করিত কাতর।
যত ভাবিতাম, তত
নেত্রে মম সুখের সংসার
বোধ হ'ত আলোহীন,
ধূমময়, শুদ্ধ ছায়াসার।
সুধালে নিবাস তব
কেহ নাহি বলে একবার।
কেমনে কে বলে দেবে ?—
সুখ, তুমি নিকটে আমার !

কলিকাতা,
১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮২।

অন্তশয্যা।

অন্তশয্যা রচিও আমার
নিরজন তটিনীর তীরে ;
মৃত্যু দেহে বুলাইবে হাত,
নদী গান গা'বে ধীরে ধীরে।

মনে ক'রে, শেফালিকা এক
রোপিও সে শয়নীয় পাশ,
ফুল যবে ফুটিবে তাহার
আশে পাশে ছড়াইবে বাস।

ঊষা না আসিতে, ধীরে ধীরে,
শিশির মুকুতা শিরে পরি,
সুষুপ্তের শীতল মাথায়
নীরবে পড়িবে ঝরি ঝরি।

বসন্তের সান্ধ্য সমীরণে
তপ্ত শয্যা হবে সুশীতল,
শরদের কৌমুদীর হাস
হিমতনু করিবে উজল।

শোভাহীন আননে আমার
নব শোভা বিকসিত হবে,
চারিদিকে দিগ্‌বধূ সবে
মুগ্ধবৎ সদা চেয়ে রবে।

দু' একটি পাখী যেতে যেতে
বিরামিবে শেফালির ডালে,
দু'টি গীত শুনাবে আমায়
নীড়ে ফিরি যাইবার কালে।

দু' একটি কৃষকের শিশু
পথ ভুলে আসিবে সেথায়,
দু'দণ্ড আমারি কাছে থেকে
খেলি ঘরে যাবে পুনরায়।

আর কেহ নাহি যেন আসে
নিরালয় এ আলয় পাশ,
মরণের সুকোমল কোলে
বিজনে ঘুমাব বার মাস।

বিধবার কাহিনী ।

আঁধারের মাঝে ছিনু কত দিন,
অন্ধ হৃদয়ের তলে
একটী প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল,
প্রেমের মোহন বলে ।

উজ্জল সংসার হইল আঁধার,
তাঁহারে হারানু যবে ;
তাঁরি কথা পুনঃ হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁচিয়া রহিনু ভবে ।

"বিধির বিধান মস্তকে ধরিয়া
হব সদা আগুয়ান,
বিপদ্ সম্পদ্ তাঁহারি আশীস্—
তাঁহারি স্নেহের দান ।"

এ কঠিন ব্যথা দেব-আশীর্ব্বাদ ?
বিধাতার স্নেহ-দান ?
বুঝিয়াও কেন বুঝিবারে নারি,
প্রবোধ না মানে প্রাণ ?

গেছে আশাসুখ জনমের মত,
কোন সাধ নাহি ভবে,
সদা ভাবি মনে, কোন্ শুভক্ষণে
দু'জনায় দেখা হবে।

হবে কি কখন ?—বলেছেন হবে।
সেথা,—এ বিশ্বাস মম—
মরতের সেই গভীর প্রণয়
হইবে গভীরতম।

জীবনের কাজ সাঙ্গ হয় যবে,
মরণের পথ দিয়া
প্রবাসী মানবে বিধাতার দূত
স্ব-আলয়ে যায় নিয়া।

এ তুচ্ছ জীবনে আছিল যে কাজ,
বহুদিন বুঝি নাই ;
তাঁরি সাথে থেকে, তাঁরি হিয়া দেখে'
জানিনু ; ভাবিগো তাই—

এ ক্ষুদ্র জীবনে—ধূলিরেণুসম
তুচ্ছ এ জীবনে মম—
যদি কোন কাজ থাকে করিবার
রেণুর রেণুকা সম,

তাও যেন আহা করে যেতে পারি
বিধাতার পদ চাহি'
যে গীত শিখেছি, দুঃখ অন্ধকারে
আশার সে গীত গাহি'।

একটি অনাথা পিতৃহীনা বালা
কুড়াইয়া পথমাঝ,
আনি' দিলা পতি কোলেতে আমার
সপ্ত বর্ষ হ'ল আজ।

আপনার ভাবি দু'জনে মিলিয়া
পালিতে আছিনু তায়,
শিশুরে আমারে অনাথা করিয়া
এক জন গেল, হায়!

ভাবি মনে মনে—পরমেশ-শিশু
রয়েছে আমারি কাছে,
একটি অমর আত্মার কোরক,
তার ভার হাতে আছে ;

একটি অস্ফুট কুসুম-কলিকা
ফুটিবে আমারি কোলে,
কত কীট তাহে পারে প্রবেশিতে
মায়ের অভাব হ'লে।

দুঃখময় এই জীবন আমার
মাঝে মাঝে লাগে ভাল,
বালিকার আশা অন্ধকার চিতে
কোথা হতে ঢালে আলো।

ওর মুখ চেয়ে, ওরে ভালবেসে
দিবস কাটিয়া যায় ;
ভুলে গেছি হাসি, ওর হাসি দেখে
হাসিতেও সাধ যায়।

১৮৮৭।

আমন্ত্রিত।

"দেখ, শুন, সুখে থাক, কেন চিন্তানলে
সাধ করে পুড়ে মর ? এ জীর্ণ সংস্কার—
এতো বিধাতার কাজ। আমাদের বলে
গড়ে না, ভাঙ্গে না কিছু। সহায়তা কার
লাগে, বিশ্ব ডুবাইতে প্রলয়ের জলে ?
আসুরী শকতি সহ অনন্ত সমর
দেবতার ; ক্ষুদ্র নর, ঈশ্বর মহান্—"

"ধন্য সেই, হয় যেই তাঁর সহচর
এ সংগ্রামে, দিয়ে সুখ, তনু, মন, প্রাণ।"

"হবে জয় দেবতার, তব বলে নয় ;
ক্ষণেকের পরাজয়, তা'ও তাঁরি ছল।—"

"বিধির ইঙ্গিত যারে রণে ডেকে লয়,
তার বল নহে কভু নিতান্ত নিষ্ফল।
বিবেক যে সে হাতেরি ঘন কশাঘাত,
মহতী কামনা-রাশি সে হাতেরি রাশ,
জর্জ্জরিত তনু, তুচ্ছ করি অস্ত্রপাত,
চির অগ্রসর শুনি তাঁহারি আশ্বাস।"

"নির্ম্মাণ সংহার শত পরিবর্ত্ত মাঝে,
অশরীরি রশ্মি টানি, তুরগ সমান
আবৃত-নয়ন নরে আপনার কাজে
লয়ে যান যথা পথে নিজে ভগবান্।
তুমি কেন ভেবে মর? আপনার কাজ
বুঝি সাধিবেন প্রভু। কেন হাহাকার
ধরম দুর্নীতি বলি, স্বদেশ, সমাজ?
চলিবার ভার তব, নহে চালা'বার।"
"কেন ভাবি?—আঁখি যবে চারিদিক্ চায়,
হেরে গূঢ় দুর্গতির গাঢ় অন্ধকার,
সকলে দেখেনা কেন—সুখে নিদ্রা যায়,
শোনেনা আত্মার মাঝে দেবের ধিক্কার?
নিদ্রিত-বিপন্ন-পার্শ্বে জেগে থাকে যারা,
ত্রিকালজ্ঞ ভবেশের ত্রিনয়ন দিয়া
তাদের নয়নে ছুটে আলোকের ধারা;
ধরার তিমিরে হেরি কেঁদে উঠে হিয়া।
আবৃত-নয়ন তারা?—অন্ধ কুড়াইয়া,
আঁধারে লুকায়ে দেব করিছেন রণ?
দৈত্য মায়া তুষসম বায়ে উড়াইয়া,
দ্যুতিমান্ জয়কেতু করিয়া ধারণ,
দিবালোকে তাঁর জয় করে নি' প্রচার
সজাগ বিস্মিত বিশ্বে, নিপাতি অসুর

তাঁর আমন্ত্রিতগণ ?—দুষ্কৃতির ভার
যুগে যুগে ধরা হ'তে করে নাই দূর ?"

"দিবসের পরে নিশি,—এ নিশি কি রবে ?
এতো বিধি ; এবে যারা ঘুমায় ঘুমাক্।
নিশায় জাগায়ে লোকে কি সুফল ভবে ?
দিন এলে ভাঙ্গে ঘুম, কেন ডাক ? থাক্।"

"সহস্রে অন্ধের মাঝে এক চক্ষুষ্মান্
নিজ চক্ষু আবরিয়া লভে কি আরাম ?
সে চাহে সহস্রে দৃষ্টি করিবারে দান,
সে চাহে দেখাতে দৃষ্ট আলোকের ধাম।
যে শুনেছে নিজ কর্ণে বিধাতার ডাক,
পথি নিদ্রা, মিছা খেলা সম্ভবে কি তায় ?
সে কি বলে, অন্ধগুলা পথে পড়ে থাক্ ?
সুপ্ত জনে না জাগায়ে সে কি আগে যায় ?
প্রত্যেক অঙ্গুলি দিয়া, প্রতি অঙ্গ তার
বিতরিয়া সাথাদেরে, চলে ধীরে ধীরে ;
কতবার পিছে চাহে, থামে কতবার,
লয়ে যায় সহস্রেরে আলোকের তীরে।
শুনি দেবতার তূরী যারা আগে যায়,
অপরের চালাবার তাহাদেরি ভার—
পথের কণ্টক দলি' দিব্য পাদুকায়,
অঙ্গুলি পরশে করি জীর্ণের সংস্কার।"

১৮৮৮

সে কি?

"প্রণয়?"
"ছি!"
"ভালবাসা—প্রেম?"
"তাও নয়।"

"সে কি তবে?"
"দিও নাম দিই পরিচয়।

আসক্তিবিহীন, শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দু'ধারে সংযম-বেলা ঊর্দ্ধে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যা'ওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে ঊর্দ্ধ দিকে চাওয়া;

পবিত্র পরশে যার মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি-বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে;

আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত;
জীবন কবিতা, গীতি, নহে আর্ত্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা হর্ষ অবসাদ।
আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিঁড়ি ধরণীর পাশ।
হৃদয় মাধুরী সেই পুণ্য-তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম?—কখনই নয়।
শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিওনা এরে, মিনতি আমার।"

কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়।

কি বলিলে, দেবি, পিতৃ-সিংহাসন,
কুলের মর্য্যাদা স্বদেশ স্বজন
কৃষ্ণার জীবনে যায় ?
আমার মরণে বাঁচে উদিপুর,
অশান্তি বিগ্রহ লজ্জা যায় দূর ?—
কে তবে বাঁচিতে চায় ?

কাঁদিবেন মাতা, ভাবি শুধু তাই
ঝরেছে নয়ন ; আগে বল নাই
কেন কৃষ্ণা, মাতৃপ্রাণ,
জননীর ক্রোড়, সুখের স্বপন,
নারীকুল মাঝে এক-সিংহাসন
কৃতান্তে করিবে দান।

এবে জীবনেতে সাধ নাহি আর,
সুযশঃ জীবন রাজ-তনয়ার ;
আমোদ বিলাস নয়—
পুতুল ক্রীড়ায়, প্রেমের স্বপনে,
মান মৃত্যু দুই সদা জাগে মনে,
মরণে কি তার ভয় ?

দেশের কল্যাণে এ জীবন ঢেলে,
যাই তবে এই শেষ খেলা খেলে'—
বিন্দুমাত্র নাহি আর।

আরও আছে? দাও। জননীর পায়
কেন নাহি দিলে লইতে বিদায়,
প্রবোধিও হিয়া তাঁর;
বল' শান্তি সুখ উদিপুর ধামে
রবে যত দিন, কিষেণের নামে
না ফেলিতে অশ্রুধার।

আরও দিবে? দাও। এই পরিণয়
বিধাতার লেখা। পাইতাম ভয়
উদ্বাহের শুনি নাম।
হেন পরিণয় কে ভেবেছ কবে,
হেন পতি-গেহ কে পেয়েছে কবে,
সুন্দর স্বরগ-ধাম?

কলিকাতা,
১৮৮৩।

বেশী কিছু নয়।

তোমারে বলিব ভেবেছিনু, বাধা আসি দিত অভিমান ;
পুরুষের দহিলে হৃদয়, চাহেনা সে জুড়াবার স্থান।
কোমল পরাণ তোমাদের, রেখা পড়ে ঈষৎ ব্যথায় ;
আমাদের বসেনাকো দাগ, বসিলে বুঝিবা ভেঙ্গে যায়।
তোমাদের আছে অশ্রুজল, ধুয়ে লয় কৃত অপরাধ ;
আমাদের কঠিন নয়নে ঢাকা থাকে ঘন অবসাদ।
অশান্তির মহাঝঞ্ঝা মাঝে করি মোরা শান্তি-অভিনয় ;
জীবনে ও মিথ্যা আচরণে শেষে আর ভেদ নাহি রয়।

আমিতো ভুলেছি আপনারে, ভুলে গেছি কি যে আছিলাম ;
আমিতো এ অলস শয্যায় লভিয়াছি চিত্তের আরাম !
লভি নাই ?—কেমনে জানিলে ? এক দিন—দিন চলে যায়—
মস্তকে আহত সর্প সম লুটায়েছি তীব্র যন্ত্রণায়।
সে দিন কোথায় চলে' গেছে—কথা নাকি তুলিয়াছ আজ,
বিস্মৃত স্বপন মনে পড়ি উদিছে বিষাদে ভরা লাজ।
বলি তবে ;—বেশী কিছু নয়—জেগেছিল যৌবন ঊষায়,
অমন সবারি জেগে থাকে, সুপ্ত আত্মা শত কামনায়।

আত্মা যবে জেগে উঠে কভু, রক্ত মাংস হয় বিস্মরণ,
জগৎ সে ভাবে আত্মময়, আকাঙ্ক্ষার চিন্তে না মরণ।
দুই পদ হ'তে অগ্রসর, পায়ে লাগে পাষাণের বাধা,
একটি কামনা নাহি পূরে, বাঁকী যার থাকেনাকো আধা।

এ নহেতো কামনার দেশ, রঙ্গভূমি শুধু কল্পনার,
আত্মায় আত্মায় হাসি খেলা থাকে হেথা কত দিন আর?
দারিদ্র দুর্গতি আসে কত, স্নেহ-ঋণ অত্যাচার ময়;
কোন্ পথে যেতে চাহে মন, ঘটনারা কোন্ পথে লয়!

জীবনের বসন্ত উষায় দেখেছিনু ছবি একখানি,
ধরাতলে শান্তি মূর্তিমতী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বীণাপাণি।
সরলতা পবিত্রতা মিশি, দিয়াছিল তার ভূষাবেশ;
প্রতি দৃষ্টি আনিত বহিয়া দূরতর স্বর্গের সন্দেশ।
দূর হতে দেখিতাম যবে, দূরস্থ না ভাবিতাম তায়,
মনে হ'ত কি যেন বাঁধন, নিকটতা, আত্মায় আত্মায়।
কথা বেশী শুনি নাই তার, জীবন্ত সে নীরব মাধুরী,
নিকটেতে যে এসেছে কভু, দিত তারে জীবনেতে পূরি।

কথা তারে কহি নাই বেশী, কাছ দিয়া যেত যবে চলি,
শ্রদ্ধা প্রীতি নীরবতা-রূপে চরণে ঝরিত পুষ্পাঞ্জলি।
ঘটনার বিচিত্র বিধান, কোথা হ'তে কোথা নিয়ে যায়;
নিকটের বিমল বাতাস পরশিল মলিন হিয়ায়।
সে মলয়-সমীর-পরশে বিকশিল হৃদি ফুলবন,
বেড়ে গেল দৃষ্টির বিস্তার, নিরখিনু জগৎ নূতন।
সত্যের মুরতি সমুজ্জ্বল নিরখিনু; দুরাচার কেহ,
দেখেছিল কমলে কামিনী; পরশিয়া শ্রীমন্তের দেহ।

বাড়ে নিত্য দুর্নীতির ঘৃণা, পুণ্যে প্রীতি বাড়ে প্রতিদিন;
জীবনের খুঁজিলাম কাজ,—এতদিন ছিনু লক্ষ্যহীন।

কিবা হয় লিখিলে কহিলে; খাটে হাত হাতে কাজ দেখে,
হিয়া দেখি হিয়া বড় হয়, মিছা লাজ মিছা সাজ রেখে।
সত্যের হইব অনুচর; দুষ্কৃতি, অনৈক্য, অত্যাচার,
মিছা মান, মিছা অপমান দেখিব না, রাখিব না আর।
দুরবলে পিষিছে সবল, পূজা লয় প্রকৃতি-চণ্ডাল,
ব্রহ্মচর্য্য নামের আড়ালে নাশে কত ইহ পরকাল।
পীড়িতের ঘুচাইব ভার, প্রতিষ্ঠিব ন্যায়-সিংহাসন,
পতিতের করিতে উদ্ধার উৎসর্গ করিব তনু মন।

ত্যজিলাম দুর্নীতি প্রাচীন, গেল ত্যজি স্বজনেরা যত;
পিছুপানে না করি ভ্রূক্ষেপ চলিলাম নদীস্রোতঃ মত।

মাটি বলে পায় দলে এনু সংসারে যাহারে বলে ধন,
কাজে গিয়া ঠেকিনু, দেখিনু সে মাটির আছে প্রয়োজন
অনাথ অনাথাগণ শুধু চাহেনাতো স্নেহের আশ্রয়,
ধন চাহি লাজ ঢাকিবারে, জ্ঞান রত্ন করিতে সঞ্চয়।

বাড়ে শ্রম, টুটে দেহবল, ঋণের উপরে বাড়ে ঋণ;
অবশেষে—অবশেষে এল জীবনের অন্ধকার দিন।

সমাজের শুভ চাহে যারা, সমাজ না তাহাদেরে চায় ;
পরহেতু সরবস্ব দিয়া, উপেক্ষা লাঞ্ছনা তারা পায়।
বর্ষ বর্ষ বিশ্বাস করিনু, দেখি কেহ বিশ্বাসেনা হায় !
যাহাদের হৃদয়ে ধরিনু, দেখি তারা পায়ে ঠেলে যায়।

কারাগারে চলিতেছি যবে, সহোদর ধূলি-মুষ্টি দিয়া—
খুলে দিয়া হাতের বন্ধন, এ জীবন নিলেন কিনিয়া।
ভ্রাতার সে সস্নেহ ব্যভার, নিরন্তর মাতৃ-অশ্রুজল,
ভাসাইয়া চলিল পশ্চাতে, মতি গতি করিল চঞ্চল।

শিথিলিত উৎসাহ আমার, মুছিলনা তবু ছবিখানি ;
তার ছায়া অংশ জীবনের, বেদ মম সে মুখের বাণী।
সে মুখের আধখানি কথা শ্রান্ত প্রাণে দিত নব বল ;
সে আত্মার অগ্নিময় বলে টুটে যেত মায়ার শিকল।
সে রসনা রহিল নীরব, সে দেবতা বাড়াল না হাত,
ঊর্দ্ধবাহু মগ্ন প্রায় জনে ভুলে না করিল দৃকপাত।

নিশ্চেষ্ট নীরব পড়ে আছি, পিতৃগৃহে তাহে উৎসব ;
দল ছাড়ি গেছে সেনা এক, এ দিকে উঠিল জনরব।
বন্ধু কেহ সুধালনা আসি, দুর্ব্বলতা বুঝিল সময়
আপনার—যারা আপনার এক রক্তে, আর কেহ নয়।

কাব্য-গত নায়িকার মত, সে আমার কল্পনার দেবী,
কে জানে সে চাহে কিনা পূজা, দূর হ'তে চিরদিন সেবি ;

তার সাথে কামনার যোগ, চিন্তাগত কুসুমের পাশ—
এ যে মাংস রুধিরের টান, সত্য স্নেহ, নিত্য সহবাস।

ভাবনা জাগাত কতরূপ স্নেহমাখা জননীর স্বর;
সে আমার উদ্দীপ্ত শিখায় আহুতি দিতেন সহোদর।—
"অধীনতা—যেথা ছোট বড়, যেথায় সমাজ—অত্যাচার;
এ সংসার আপনি এগোবে, আগু পাছু থাকে যদি তার।
আমাদের মিছা এ সংগ্রাম, পুরাণে নূতনে ছাড়াছাড়ি—
পিতা পুত্রে স্থজিয়া বিচ্ছেদ বিশ্ব প্রেম মিছা বাড়াবাড়ি।
"কি অশুভ, শুভ, নাহি জানি, পুণ্যাপুণ্য বিধির বিধান;
যে দিকের বেশী সেনা-বল, সে দিকে স্বয়ং ভগবান।
"অশুভ সে অক্ষয় অমর, কেন মিছা যুঝ তার সাথ,
তার সাথে করিতে সমর, স্বজনে করিছ অস্ত্রাঘাত?
"কোথা কে অনাথ কাঁদে বলে, ফেলে গেলে আপনার জন;
মায়েরে ভাসালে নেত্র-জলে কার অশ্রু করিতে মোচন?"

জীবনের চারিধারে, বোন্, বাঁধা আছে অদৃশ্য শৃঙ্খল;
দুই পদ হ'তে অগ্রসর আছাড়িয়া পড়ে দুরবল।
সংসারী হইব তবে, সংসারে কিনিব মান যশ,
ভাবুকতা দূর করি, সুখ শান্তি করিব স্ববশ।

ভাবিলে ভাবনা আসে; সদসৎ নিখতির মাপে
সদাই মাপিতে গেলে, ঐ জীবন ফুরাবে বিলাপে।

ছেদিয়া সবল পক্ষ, ভুলাইয়া নীলাকাশ,
মলিন ধূলির মাঝে নিক্ষেপিনু অভিলাষ।
স্বজনের সাধ পূরাইতে শিশু পত্নী উজলিল ঘর,—
এ জগতে কে শুনেছে কবে আত্মায় আত্মায় স্বয়ম্বর ?

কোন মতে দিন চলে যায়, উপার্জ্জন অশন শয়ন,
কাজ এবে। অন্ধকার দেখি, মুদে থাকি মানস নয়ন।
সহসা স্বপন মাঝে কভু মনে পড়ে মুখ সমুজ্জ্বল,
পরিচিত গ্রন্থের পাতায় ঢালিতেছে নয়নের জল।

অধ্যয়ন সমাপ্ত আমার ;—দর্শন অঙ্কের অনুমান,
শাস্ত্র কি যে বুঝিত চার্ব্বাক, কবিতাতো স্বপন সমান।

সংসারী হইনু, লয়ে ষোল আনা সংসারের জ্ঞান,
অশান্তিতো ঘুচিল না, না পাইনু সুখের সন্ধান।
কার লাগি করি উপার্জ্জন ? এত অর্থ নহিলে কি নয় ?
আলস্যের উদর পূরাতে সময় শক্তির অপচয় !

অলঙ্কারে সহধর্ম্মিণীরে—কি বিদ্রূপ জানে অভিধান !—
অলঙ্কারে গৃহিণীরে মোর ঢাকিয়াছি, নাহি আর স্থান।
দেহ ভরা স্বর্ণ মুকুতায়, শূন্য মন,—তার দোষ নাই ;
খেলাইতে খেলনা কিনেছি, আমি আর বেশী কেন চাই ?
সে তো কিছু বেশী নাহি চায়,—বেশীর কি আছে তার জ্ঞান ?
সে কি জানে এ জীবন মোর যৌবনের প্রেমের শ্মশান ?

সে কি জানে কি প্রেম-ভাণ্ডার পুরুষের বিশাল হৃদয় ?
সে কি জানে নিজ অধিকার কি বিস্তৃত, কি শকতিময় ?
বুঝালে কি বুঝিবে আমার অতীত সমর পরাজয় ?—
এ আমার বিলাস-সাধন, আত্মার সঙ্গিনী এতো নয়।

এক দিন বেলা শেষে এই সরোবর-কূলে,
বসে' আছি নিরুদ্বেগ, সহসা হৃদয়-মূলে
কেমন পড়িল টান। সরসীর স্থির জলে
তীর-তরু-ছায়া-সম, আমার হৃদয়-তলে
জাগিল সুন্দর ছায়া, পরিচিত, অচঞ্চল,
উজ্জ্বল আনন শান্ত, নাহি হাসি অশ্রুজল।

স্থির-দৃষ্টি চেয়ে আছে, বিশাল নয়ন দিয়া
নীরবে হেরিছে যেন আমার পঙ্কিল হিয়া।
সদাই ভুলিতে চাহি—ভুলিয়াছি ; ফের কেন,
শান্ত ছায়া, স্থির দৃষ্টি, আমারে বাঁধিছে হেন ?
প্রেমহীন, শান্তিহীন, সুখলুব্ধ যেথা চাই,
হেরি সে মধুর কান্তি, হাসি নাই, অশ্রু নাই।

তিষ্ঠিতে নারিনু আর, মুগ্ধ, ক্ষিপ্ত এ হৃদয়,
প্রেমহীন, শান্তিহীন, নিরাশ-পিপাসাময়,
কোথা নিয়ে গেল মোরে। আসিনু উদ্দেশে যার
কোথায় সে ? ম্লান গৃহ, নিরানন্দ পরিবার।

কেহ কিছু কহিল না ; আমি যেন কেহ সে গৃহের
সকালে গেছিনু চলে', সন্ধ্যাশেষে আসিয়াছি ফের
ঘুরি ঘুরি রৌদ্রতাপে, সহি দুঃখ ক্লেশ উপবাস।
করুণা সবারি মুখে, ছিল যেথা আদর সন্তাষ।
এত বর্ষ গেছে চলে'—কল্পনা স্বপন সে কি ?
সেও কি গিয়াছে দূরে ? ক্ষণ পরে ফিরিবে কি ?

সে হাতের রেখাঙ্কিত যতনের গ্রন্থগুলি
হেথায় হোথায় পড়ে', কেহ নাহি পড়ে তুলি।
ছবি পড়ে' আধা আঁকা, তন্ত্রীগুলি নাহি বাজে,
গৃহের জীবন সেই ব্যস্ত কোথা, কোন কাজে ?—

কারে জিজ্ঞাসিনু যেন ; নীরব ধিক্কার রাশি
সকলের আঁখি দিয়া আমারে ঘিরিল আসি।
সহসা ছুটিল ঘুম, দ্বিগুণিতে দুঃখ ভার,
কোন্ মন্ত্রে খুলে গেল অর্গলিত শত দ্বার।

অন্ধকার গৃহে মোর কত দৃষ্টি, কত কাজ
অচেনা সঞ্চিত ছিল, আলোকে চিনিনু আজ।
সে প্রাণের কত ভাব আমাতে খুঁজিত ভাষা,
আমাতে খুঁজিত সিদ্ধি সে প্রাণের কত আশা ;
দিব্যদৃষ্টি, চাহিত সে সবল চরণ মম,
আশ্রয় খুঁজিত অগ্নি আমাতে ইন্ধন সম।

চিন্তা, দৃষ্টি, আশা, আর অসীম আকাঙ্ক্ষা হয়ে,
সে মোরে দেখাবে পথ, আমি তারে যাব লয়ে!

মৃদুল-ললিত-লতা, ভগন প্রাচীর বাহি',
ঢাকি তার জীর্ণ দেহ, উঠিছে আকাশ চাহি',
সে শোভা ক'দিন থাকে? দুদিনের ঝঁঝবাত,
অসার নির্ভর সেই সহসা ধরণীসাৎ;
তার পতনের ভারে গেছে প্রাণ লতিকার—
এইতো আমার কথা—বেশী কিছু নাহি আর।

কলিকাতা,
১৮৮৮।

মহাশ্বেতা।

উৎসর্গ।

শ্রী * * *

করকমলেষু

সাহিত্যের সুন্দর কাননে,
এক সাথে দোঁহে,
গন্ধর্ব্ব বালিকা নেহারিয়া
মুগ্ধ তার মোহে।
তুমি আমি দূরে দূরে আজ,
সতীর্থ আমার,
এক সাথে সে কাননে মোরা
পশিব না আর।
একলাটি বসে থাকি যবে
আধেক নিদ্রায়,
অচ্ছোদের তরুণ তাপসী
দেখা দিয়া যায়।
হেরি তার সজল নয়ান,
শুনি মৃদু কথা,
বুঝি তার প্রণয় গভীর,
নিদারুণ ব্যথা।
শুনিয়াছ যে গীতলহরী
আর একবার
শুনিবে কি,—লাগিবে কি ভাল
ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি তার?

২৯শে জুন, ১৮৮৬।

মহাশ্বেতা।

মৃদু বাষ্পাকুল কণ্ঠে, সজল নয়নে,
চন্দ্রাপীড়-অভিলাষ করিতে পূরণ,
কহে গন্ধর্ব্বের বালা, রোধি শোকোচ্ছ্বাস,
থামি থামি, থামে যথা বাদক-অঙ্গুলি
ছিন্নতন্ত্র বীণা মাঝে যুঝিবারে তার।

বালিকা আছিনু আমি,—হৃদয় আমার
কলিকা, প্রস্ফুট পুষ্প, এ দুয়ের মাঝে,
এক রতি আলো কিম্বা ঈষৎ সমীরে,
আজ কিবা কাল যেই উঠিবে ফুটিয়া
হেন কুসুমের মত,—লালিত যতনে।

এক দিন সখী লয়ে জননীর সাথে,
আচ্ছোদের স্বচ্ছ জলে করিবারে স্নান,
চলিলাম গৃহ হ'তে। করি স্নান শেষ
জননী মগনা যবে শিব-আরাধনে,
সরসীর তীরে বসি রহিনু দেখিতে
তীর-উপবন-ছায়া, তরুণ রবির
উজ্জ্বল-মধুর-কর বিম্বিত-সলিলে।
বসে আছি সরস্তীরে, মৃদু সমীরণে

ধীরে ধীরে ঝরিতেছে বকুলের ফুল,
নহে অতিদূরে এক হরিণের বালা
নির্ভয়ে করিছে খেলা জননীর পাশে ;
হেন কালে কোথা হতে হরিণ বালক,
তৃষিত, সলিল আশে, কিবা পথ ভুলি,
দেখা দিল ; নেহারিতে হরিণীর খেলা
থমকি দাঁড়াল সেথা ; তরল বিশাল
চারিটী মধুর আঁখি রহিল নিশ্চল।

সহসা হরিণী-মাতা কর্ণ উত্তোলিয়া,
ত্রাসে যেন, প্রবেশিল ঘন বনমাঝে ;
শিশু তার ধীরপদে, যেন অনিচ্ছায়,
আপনারে লয়ে গেল জননীর পাছে ;
অপর তৃষিত নেত্র, অপনা বিস্মৃত,
নিস্পন্দ রহিল তথা—কোথা হতে, আহা !
অদৃষ্ট করের শর বিঁধিল তাহায়।
পড়িল বরাক ;—আমি উঠিনু কাঁদিয়া,
সখীরে লইয়া গেনু মৃগশিশু-পাশে,
করিনু সলিল সেক, তুলিলাম শর,
কোলে লয়ে দেহে তার বুলাইনু হাত।
বাঁচিল না মৃগ। শেষে গেলাম খুঁজিতে
ক্রূর ব্যাধে।

দুই পদ হ'তে অগ্রসর,
কি এক সৌরভে পূর্ণ হ'ল দিক্ দশ।
চাহিলাম চারিভিতে ; দক্ষিণে আমার
দেখিলাম দুটি দিব্য ঋষির কুমার,
শুভ্রবেশ, আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে।
যে জন তরুণ-তর, কর্ণোপরি তার
অপূর্ব্ব কুসুম এক, সৌরভে শোভায়
অতুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন।

এক দৃষ্টে চেয়ে আছি কুসুমের পানে,
কিম্বা সে কুসুমধারী লাবণ্যের ভূমি
মুখপানে, একদৃষ্টে, আপনা বিস্মৃত,—
কতক্ষণ ছিনু হেন না পারি বলিতে—
সহসা স্বপনোত্থিত শুনিনু শ্রবণে
মৃদুবাণী, নিশীথের বেণু বিনিন্দিত—
"অয়ি বালে, পারিজাত ইচ্ছিত তোমার ?"

"পারিজাত ? স্বরগের পারিজাত এই ?
তাই হবে, দেখি নাই জনমে এমন—"
অর্দ্ধেক স্বপনে যেন উচ্চারিনু ধীরে।
"এই পারিজাত, দেবি, শোভা পাবে অতি
তব কর্ণে ; সুদর্শনে, লহ অনুগ্রহে।"
এত বলি উত্তোলিয়া সুভুজ মৃণাল,

উন্মোচিয়া কর্ণ হতে নন্দন কুসুম,
ধরিলা সম্মুখে মম। আমি, মুগ্ধ অতি,
সুঠাম সুন্দর সেই দেবমূর্ত্তি পানে
বিস্মিত রয়েছি চেয়ে, কুমার আপনি
আগুসারি, কর্ণে মম দিলা পরাইয়া
সেই ফুল, অতি ধীরে, একটী অঙ্গুলি,
কম্পমান্ পরশিল কপোল আমার,
নেত্রদ্বয় স্বপ্নময় রহিল চাহিয়া
মম মুখ, বাম হস্তে ছিল অক্ষমালা,
গলিয়া পড়িল ধীরে মম পাদ মূলে।

"পুণ্ডরীক!" শরতের মৃদু বজ্রধ্বনি
ধ্বনিল শ্রবণে, দোঁহে তুলিনু নয়ন।

"যাই, সখে।"—একবার তৃষিত সে আঁখি
মিলিল আঁখিতে পুনঃ, নমানু আনন
লাজে ভয়ে; পদ প্রান্তে দেখি অক্ষমালা,
তুলিনু, পরিনু গলে। ডাকিল সঙ্গিনী,
চলিলাম তার সাথে কম্পিত চরণে;
কাঁপিতে লাগিল হিয়া সুখে, দুঃখে, ভয়ে।

শুনিনু পশ্চাতে, সেই ধীরমতি যুবা
করিছেন তিরস্কার; থামিলাম, যবে

উত্তরে শুনিনু মৃদু,—“কিছু নয়, সখে,
বৃথা অভিযোগ তব। চপলা বালিকা
ক্রীড়নক ভ্রমে মালা নিয়াছে আমার,
ফিরিয়া লইব হের, —“অয়ি চাপলিনি,
দেহ মম অক্ষমালা।” তার পর ধীরে—
“পারিজাত শোভা পায় চারু অংসোপরি,
সাজে কি এ অক্ষমালা, মুনিজনোচিত,
সুকুমারী কুমারীর সুকোমল দেহে?”

খুলিলাম ধীরে ধীরে কণ্ঠের মালিকা;
মুহূর্ত্ত বিলম্ব করি, দুটি কথা শুনি
সাধ মনে;—কিন্তু যবে হেরিনু সম্মুখে
তেজস্বী তরুণ ঋষি স্ফারিত লোচনে
নেহারিছে উভয়েরে, ভয়ে মৃতপ্রায়
ফিরাইয়া দিনু মালা; বারেক চাহিয়া,
দ্রুতপদে ফিরিলাম সঙ্গিনীর সাথে।
লজ্জায় রক্তিম মুখ, ছল ছল আঁখি,
একখানি ছবি হৃদে রহিল অঙ্কিত।

ফিরিলাম গৃহে। এক নূতন বিষাদ
সুখের জীবন মম করিল আঁধার।
জননী বিস্মিত নেত্রে চাহি মুখ পানে
জিজ্ঞাসিলা,—“কি হয়েছে বাছারে আমার?”

নারিনু কহিতে কিছু, বরষিল আঁখি
অবিরল অশ্রুধার। জননীর কোলে
নীরবে লুকায়ে মুখ রহিনু কাঁদিতে।
সহচরী তরলিকা কহে জননীরে—
"অচ্ছোদের তীরে আজ ভর্ত্তৃকন্যা মম
দেখেছেন মৃগশিশু, সুন্দর, সবল,
অলক্ষ্য ব্যাধের শরে বিদ্ধ, নিপাতিত।"
জননী সস্নেহে মুখ করিলা চুম্বন,
সজল নয়নে চাহি ভবিষ্যের পানে,
কহিলা অস্ফুট রবে, "দেব উমাপতে,
কুসুম-পেলব হিয়া সহজে শুকায়,
জগতের যত দুঃখ ইহাদের তরে;
রহে একাধারে করুণা, প্রণয়, দুঃখ।
স্নেহ দয়া মধু দিয়া গঠিয়াছ যারে
রেখ' সে কুসুমে মম চির অনাহত।"

শৈশব সহসা যেন যুগ-ব্যবহিত,
কল্যকার ধূলাখেলা হয়েছে স্বপন;
ভাসিছে নয়নে এক দৃশ্য অভিনব—
সরোবর তীরবন, দুঃখী মৃগশিশু,
সুর-কুসুমের বাস, নয়ন-মোহন
শোভা তার, ততোধিক পবিত্র উজ্জ্বল,

ঋষি তনয়ের মুখ, অপার্থিব স্বর,
স্বপ্নময় আঁখি, মৃদু কম্পিত অঙ্গুলি,
ভূশায়িনী অক্ষমালা, মুহূর্ত্তের তরে
স্পর্শে যার শ্বেত কণ্ঠ পবিত্র আমার।

চিন্তার আবেশে কণ্ঠে উঠাইনু কর—
একি এ? দেবতা কোন, জানি অভিলাষ,
আনি দিলা কণ্ঠে পুনঃ অভীষ্ট ভূষণ?
বিস্মিতা চাহিনু পার্শ্বে তরলিকা পানে,
বুঝি মনোভাব, সখী কহে মৃদুরবে,
"পুণ্ডরীক-সহচর নেহারি সম্মুখে,
অতি ত্রাসে আপনার একাবলী হার
দিয়াছ, রয়েছে গলে অক্ষমালা তার।"

কতবার শতবার চুম্বিলাম তায়,
মণি মুকুতার মালা কিছু না সুন্দর,
কিছু প্রিয়তর মম রহিল না আর।

নীরবে নিরখি মোরে, ভাবি কিছুক্ষণ,
অগ্রসরি তরলিকা কহিল আবার,
"শুন দেবি, অনুপম তাপস তরুণ
দিয়াছেন পরিচয়; জান দেবি, তাঁয়
দেব-ঋষি মহাতপা শ্বেতকেতু-সুত,
মানবী-সম্ভব নহে, লক্ষ্মীর নন্দন।"

রবি অস্ত যায় যায় ; হৃদয়ে আমার
শত তরঙ্গের ক্রীড়া থামিতেছে ধীরে ;
আলু থালু শত চিন্তা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া,
একটি মধুর স্পষ্ট জীবন্ত স্বপন
খেলিতেছে শান্ত চিতে ; একটি সঙ্গীত,
মৃদুতম,—অতি দূর গ্রামান্তর হতে
নিশীথে ভাসিয়া আসে যেমন লহরী,
কাঁপায়ে শ্রোতার সুপ্ত হৃদয়ের তার ;—
এহেন সময়ে কহে আসি প্রতিহারী,
"তাপস কুমার এক, মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজঃ,
অচ্ছোদে পাইয়া তব একাবলী হার
আনিয়াছে প্রদানিতে, যাচে দরশন।"

সেই ক্ষণে চিন্তাকুল জননী আমার,
অসুস্থা শুনিয়া মোরে আইলা সেথায়,
লাজে ভয়ে না দেখিনু ধীর কপিঞ্জলে।

শুনিলাম সন্ধ্যা-শেষে তরলিকা-মুখে,
পুণ্ডরীক প্রাণমন সঁপিয়াছে মোরে,
হৃদয়ের বিনিময়ে না পেলে হৃদয়,
বাঁচিবে না পুণ্ডরীক, তাপস তরুণ।
সুখে দুঃখে যুগপৎ কাঁদিল নয়ন ;

জীবনে আমার যেন নবযুগ এক
আরম্ভিল সেইক্ষণে; সেই দিন যেন
সহসা জীবন কলি উঠিল বিকসি।
অনভ্যস্ত রবিকর, শিশির সমীর,
হৃদয়ে নূতন ব্যথা, আনন্দ নূতন।

শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ মেঘান্তর ছাড়ি
সহসা উঠিল হাসি, তার দিকে চেয়ে
যুক্ত-করে কহিলাম,—"সাক্ষী তুমি পিতঃ,
শশাঙ্ক, রোহিণীপতে, আজি এ হৃদয়
সঁপিতেছে পুণ্ডরীকে তনয়া তোমার;
সুখে, দুঃখে, গৃহে, বনে, যৌবনে, জরায়,
আমি তাঁর; আমি তাঁর জীবনে মরণে।"

স্বপনে কাটিত দিবা, আয়ামি-যামিনী,
সুদীর্ঘ স্বপন এক, মধুর অথচ
নহে অলসতাময়। তুলিতাম আমি
প্রত্যূষে পূজার ফুল অন্তঃপুরোদ্যানে,
সম্মার্জ্জনী লয়ে নিত্য দেবালয় গুলি
মার্জ্জিতাম নিজ হস্তে; সুরভি প্রদীপ
সন্ধ্যাগমে সাজা'তাম জ্বালি, থরে থরে;
সেচিতাম বারিধারা তুলসীর মূলে।

প্রতিক্ষণে অনুভব করিতাম মনে,
উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রীতিরাশি মম
হইতেছে উপচিত, সদা প্রসারিত;
সকলি লাগিছে ভাল; সখী দাসীজন,
মৃগ, পক্ষী, উদ্যানের প্রতি তরু লতা,
প্রিয়তর প্রতিক্ষণে; যে প্রেম-প্রবাহ
প্রবাহিত বেগভরে পুণ্ডরীক পানে,
যাইছে সে বিলাইয়া বারি তীরে তীরে।

কহিত স্বজনগণ চাহি' পরস্পরে—
"দেখ চেয়ে, মহাশ্বেতা, কৌমুদী-বরণা,
শশী-সম প্রতিদিন লাবণ্যের কলা
লভিতেছে নব নব।"—জননী আমার
সস্নেহ তরল নেত্রে থাকিতেন চাহি'
মুখপানে।

ভাবিতাম, পুণ্ডরীক মম
শুভ্র-অরবিন্দ-সম শোভন-বিমল;
হইব কি আমি কভু উপযুক্ত তাঁর?
কেন হয়েছিল রূপ? কি কাজে লাগিল
তপস্যায় দগ্ধপ্রায় এই দেহ মম
হোক ভস্মীভূত, তাঁরে দেখি একবার।

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র উদিত গগনে,
হাসে যত দিগ্‌বধূ জলস্থল-সহ।
সারাদিন ধরি' কেন হৃদয় আমার
প্রপীড়িত ছিল অতি বিষাদের ভারে;
সখীরা তুষিতে মোরে বীণা বাজাইয়া
চন্দ্রালোকে গাহে গান শ্বেত-সৌধ-তলে,
হেন কালে জটাধারী, বল্কলবসান,
মলিন-বদন-রুচি, সজল-নয়ন,
দাঁড়াইলা পুরোভাগে ধীর কপিঞ্জল,
কহিলা কাতর স্বরে—"নৃপতি-কুমারি,
পীড়িত সুহৃৎ মম অচ্ছোদের তীরে,
যাচে দরশন তব। তোমার ধেয়ানে
দিন দিন ক্ষীণ তনু, হীন তেজোবল,
আজি তার দশা দেখি কাঁপিছে হৃদয়।
অবিলম্বে চল, দেবি, তব দরশনে
নিষ্প্রভ নয়নে জ্যোতিঃ, শরীরে জীবন,
দেখি, যদি ফিরে আসে; চল সুচরিতে।"

ধরি' তরলিকা-কর, আকুল হৃদয়ে,
চলিলাম গৃহ হ'তে। পুরদ্বারে আসি'
সঙ্গিনী কহিল কানে, "যাইবে কি, দেবি,
অজ্ঞাত জনের সহ অজ্ঞাত প্রদেশে,

নিশাকালে, গুরুজন-অনুমতি বিনা ?
কেমনে ফিরিবে ? যবে দেখিবে ফিরিতে
জানপদগণ, দেখি' কি কহিবে সবে ?
হংসের দুহিতা তুমি, উচিত কি তব
উল্লঙ্ঘন রীতি নীতি ? যাইবে কি আজ ?"

মুহূর্ত্ত থামিনু আমি, কহিলা তাপস—
"অনভ্যস্ত পাদচার, এস ধীরে ধীরে ;
আমি আগে যাই, সখা একাকী আমার।"
বলিতে বলিতে কোথা হল অন্তর্হিত,
সংশয়-বিমূঢ় আমি রহিনু নিশ্চল।

মুহূর্ত্তের মাঝে হৃদয়ে আসিল বল—
স্বাধীন নির্দ্দোষ চিতে কর্ত্তব্য-সন্দেহে
আসে হেন, রৌদ্রবেগে, করি' উল্লঙ্ঘন
সর্ব্বজন-ক্ষুণ্ণ মার্গ, নূতন পন্থায়
লয়ে যায় আপনারে।

"কি কহিবে সবে !
মৃত্যুমুখে প্রিয়তম, কার ভয়ে ভীত ?"—
কহিলাম সঙ্গিনীরে—"ক্ষমিবেন পিতা,
নিষ্কলঙ্ক নাম লয়ে, নিষ্কলঙ্ক আমি
ফিরিব আলয়ে পুনঃ, কেন ভয়, সখি ?"

আসিনু অচ্ছোদ-তীরে, দেখিনু অদূরে,
কাঁদিছেন কপিঞ্জল হাহাকার রবে,
কোলে করি সুহৃদের মৃত শুভ্র তনু;
চেয়ে চেয়ে চারিদিক্ হেরিনু আঁধার।

নয়ন মেলিনু যবে, শূন্যতার মাঝে,
নিরখিনু আপনারে তরলিকা-ক্রোড়ে,
স্থির অচ্ছোদের নীর, স্থির তারারাজি,
উজ্জ্বল চাঁদের আলো, উদাস হৃদয়।
কহিলাম, "সহচরি, স্বপনে কি আমি?
এ যে অচ্ছোদের তীর, কোথা প্রিয়তম?"
কাঁদিল সঙ্গিনী, মনে পড়িল সকল।

রোধিলাম নেত্রবারি, প্রিয়তম-সনে
ত্যজিব সংসার, তবে কাঁদিব কি হেতু?
জিজ্ঞাসিনু,—"কপিঞ্জল নিয়াছে কোথায়
আর্য্যপুত্র-মৃতদেহ? চিতায় তাঁহার
দিব এই কলেবর।"—
কহে তরলিকা,
"শশাঙ্ক-ধবল-জ্যোতিঃ পুরুষ মহান্
শূন্য পথে নিয়া গেছে পুণ্ডরীক-দেহ;
কপিঞ্জল অনুপদে গিয়াছে তাঁহার;
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ আমি, ভয়ে অর্দ্ধমৃত।"

বিমূঢ় উন্মত্তবৎ হাহাকার করি
কাঁদিলাম, দিক্‌পাল-দেবগণ-পদে
যাচিলাম সকাতরে প্রাণেশে আমার ;
কেহ নাহি দিল দেখা, না সে কপিঞ্জল।

উদ্দেশে প্রণাম করি পিতৃ-মাতৃ পদে,
করিলাম আয়োজন অনুমরণের ;
সহসা শুনিনু বাণী মধুর গম্ভীর ;—
"ক্ষান্ত হও, বৎসে, রক্ষ জীবন তোমার ;
মর দেহী, অমর প্রণয় নিরমল ;
ব্যর্থ না হইবে বিশ্বে প্রেমের পিয়াস।
"শুন বৎসে, যারে ভালবাস, তার লাগি
ভালবাস তার প্রিয় জীবন তোমার ;
সাধিয়া সমাধি-ব্রত, কর নিরমল
হিয়া তব পুণ্যবতী। ভালবাস যারে,
ভাল তারে বাস, সতি, বিরহে মিলনে,
চিরকাল, মরণের এপারে ওপারে।
প্রণয়ের পথ ইহ দুঃখ-সমাকুল,
কঠিন প্রণয়-ব্রত, তপস্যা দুশ্চর।
তার পর—বিশ্বদেব প্রেমের আকর—
প্রণয়ের মনোরথ পূরিবে তোমার।
কার সাধ্য করে ভিন্ন প্রণয়িযুগলে ?
কালের অজেয় প্রেম; প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

ইতি অশরীরি-বাণী বহিল গগনে;
চাহিলাম ঊর্দ্ধ নেত্রে; দশ দিক্ হতে
কৌমুদীর স্রোতঃ সনে আসিল ভাসিয়া—
"কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

বিশ্বসিন্ধু, দৈববাণী, মুগ্ধ ইন্দ্রজালে;
উন্মত্ত হৃদয়ে আশা কহিল আমার—
"ফিরিবেন প্রিয়তম পুণ্ডরীক মম।"

আর না ফিরিনু গেহে; এই বনভূমে
তদবধি করি বাস ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
মৃত-প্রিয়তম-আশে পূজি মহেশ্বরে।
জনক জননী মম কাঁদিছেন পুরে—
একটী সন্তান আমি ছিনু তাঁহাদের,
কেমনে ফিরিব ঘরে বিধবা কুমারী?

দিন, মাস, বর্ষ কত হয়েছে বিলীন
অতীতের মহাগর্ভে; নাহি জানি কবে
হেরিব সে প্রেমময় মূরতি মধুর—
মরণের পূর্ব্বতীরে হেরিব কি কভু?

প্রতি পূর্ণিমায় চাহি' সুধাকর পানে
স্মরি সেই দৈববাণী। কভু মনে হয়,

সকলি কল্পনা মম ; প্রার্থিত আমার
মিলিবে না এ জীবনে ; তেয়াগি শরীর
যাই চলে। “বাঁচিবারে অতি অভিলাষ
জানি ওর, বেঁচে তবে থাক্ তপস্বিনী।”
ভাবি এই, কোন দেব ছলিলা আমায় ;
ছলিল তুরাশা মোরে—যাই চলে যাই।
আবার হৃদয় মাঝে বাজে দিব্য স্বরে,
“কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।”

পুণ্ডরীক।

আনন্দ প্রবাহ বহে গন্ধর্ব্ব নগরে,
সুখী হংস চিত্ররথ, সহ-প্রজাকুল,
যুগ্ম পরিণয় হেরি,—বারিদ বর্ষণে
সুখী যথা কৃষকেরা অনাবৃষ্টি-শেষে।

তৃতীয় বাসরে যবে পুরজনগণ
হাসিছে খেলিছে রঙ্গে, শ্বেতকেতু-সুত,
চির নিরঞ্জন-প্রিয়, কহিলা সাদরে,
“চল, প্রিয়ে, অচ্ছোদের শ্যাম তীর-বনে
আশ্রম কুটীরে তব। যাপিব সেথায়
দিবা দোঁহে; নিরখিব অনাকুল প্রাণে
হরষের বিষাদের অশান্তির মম
প্রাক্তন জনমের মরণের ভূমি,
পবিত্র প্রেমের তীর্থ রচিত তোমার।”
স্ফটিক-বিমল-নীরা সুন্দর-সরসী,
রমার বিহার-ভূমি, ফুল্লকমলিনী,
সৌরভ-জড়িত-মৃদু-বায়ু-বিতাড়িত,
বিহগ-সঙ্গীত-পূর্ণ, শ্যামল কানন
নেহারিছে জায়াপতি অনুরাগ ভরে,
স্বপনের মত ভাবে অতীতের কথা।

উভয়ের আঁখি চাহে উভয়ের পানে,
নেহারিয়া অতীতের প্রতি অভিজ্ঞান।
"এই শিলাতলে একা," কহে মহাশ্বেতা,
"প্রতি পূর্ণিমায় অশ্রু ঢালিয়াছি আমি।"

"ওই লতা বনে আমি, উন্মত্তের মত,
দ্বিতীয় জনমে এক অপহৃত মণি
খুঁজিয়াছি, বুঝি নাই কি যে খুঁজিয়াছি,—
তোমারে খুঁজেছি প্রাণ, জন্ম জন্ম ভরি।

জন্ম-জন্মান্তর পরে ফিরিনু যে আমি,
ফিরিনু তোমার, দেবি, তপস্যার ফলে,
ভুঞ্জি বহু দুঃখ ক্লেশ, দুর্গতি অশেষ,
অশাসিত জীবনের নিয়তি দুর্ব্বার।
তুমি ছিলে, তুমি ভালবেসেছিলে বলে'
শতজন্ম ক্লেশ হ'তে পেয়েছি নিস্তার,
প্রিয়তমে, পুণ্যময়ি, রমণীললাম।"

সস্নেহ তরল কণ্ঠে, দ্রবীভূত, আঁখি
রাখি' পুণ্ডরীক পানে, কহিলা রমণী,
ভুঞ্জিয়াছ যত কষ্ট অভাগীর লাগি
প্রিয়তম। মম দোষে ভুঞ্জিয়াছ পুনঃ
তৃতীয় জনম দুঃখ। আকুল হৃদয়ে,
সাশ্রুনেত্রে, নিশি, দিন কল্পনার পটে

আঁকিয়াছি দূরস্থিত জীবন তোমার,
আশায় বিষাদে বর্ষ গেছে বর্ষ পরে।
অতীতের কথা, প্রিয়, আছে কি গো মনে?
অল্পমাত্র শুনিয়াছি কপিঞ্জল-মুখে।"

"জীবনের ইতিহাস শুন, দেবি, তবে।
দেখ, কোন্ কুলাধমে প্রেমামৃত দানে
অমর করেছ তুমি, প্রেম-পুণ্যময়ি।"

(১)

বিশাল ক্ষীরোদ সরঃ পদ্মসমাকুল,
সর্ব্ব ঋতু ভরি লক্ষ্মী নিবসেন যথা
সেই সরে এক দিন পদ্মদল-মাঝে,
তীরে যবে ঋষিগণ নিমগন ধ্যানে,
সহসা কাঁদিল এক শিশু সদ্যোজাত।
বৃদ্ধ দ্বিজ এক জন কহিয়াছে শেষে,
দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত,
অস্ফুট-কমল-সম কর সুকুমার,
রাখি' শিশু ফুল্ল-সিত-অরবিন্দ-দলে,
লুকাইতে সরোজলে পলকের মাঝে।

শিশুর কাতর রবে পূর্ণ পদ্মবন ;
ধ্যানমগ্ন ঋষিগণ সমাধি-বিহ্বল,
কেহ না শুনিলা কর্ণে ; ইন্দ্রিয় সকল
ছাড়ি নিজ অধিকার, প্রভুর আজ্ঞায়
মিলিয়াছে অন্তর্দ্দেশে।
একা শ্বেতকেতু
সহসা মেলিলা আঁখি, অতিক্ষুব্ধ চিতে।
তপোধন ঋষিগণ, মূর্ত্ত ব্রহ্মতেজঃ,
তপোভঙ্গে মেলি আঁখি নয়ন-শিখায়
করেন অঙ্গার-শেষ ধ্যান-বিঘাতকে।
দয়ার আধার দেব-ঋষি শ্বেতকেতু,
অনুক্ষণ আর্দ্রীভূত স্নেহল নয়ন,
প্রশান্ত আননে তপঃ-প্রভা সুমধুর,—
শারদ আকাশে যথা পূর্ণ সুধাকর,—
মেলি আঁখি, দেখিলেন শ্বেত শতদলে
অসহায় ক্ষুদ্র শিশু কাঁদে ক্ষীণরবে।

"কার চেষ্টা ধ্যানভঙ্গ করিতে আমার ?
কা'র মায়া ? ইন্দ্র সদা ভীত তপোভয়ে
কি ভয় আমারে ? আমি আকাঙ্ক্ষাবিহীন,
নাহি চাহি স্বর্গ-সুখ তপস্যার ফলে ;
আপনার প্রভু হ'তে চাহি নিরন্তর,
উৎসর্গিতে প্রাণ মন চাহি ব্রহ্মপদে ;

আমারে ছলিছ কেন ত্রিদশের পতি ?”
মৃদুস্বরে বলি হেন, আরম্ভিলা পুনঃ
ধ্যান-যোগ ; কর্ণে পুনঃ করিল প্রবেশ
শিশুর রোদন ধ্বনি, অস্ফুট, কোমল।
আবার মেলিলা আঁখি ঋষি পুণ্যবান্,
কহিলা, “আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয় আমার,
নাহি চাহি তপঃফল ; কিসের লাগিয়া
উপেক্ষা করিব হেন শিশু অসহায় ?
ব্রহ্ম-দরশন মাত্র আকাঙ্ক্ষিত মম ;
হৃদয় চঞ্চল এবে বাৎসল্যের ভরে,
চঞ্চল হৃদয়ে ছায়া পড়িবে কি তাঁর ?
অথবা এ চঞ্চলতা প্রেম জলধির
একটি বুদ্বুদ-লীলা হৃদয়ে আমার।
ঈষৎ সমীরে যদি দোলে পদ্মদল,
অমনি অতল হ্রদে হারাবে জীবন
ক্ষুদ্র শিশু, বিধাতার হস্ত-নিরমিত।”

সন্তরিয়া মধ্যজলে আইলা তাপস,
ধীরে ধীরে এক হস্তে তুলি শিশু তনু,
আর হস্তে সঞ্চালিয়া শুভ্র বারি-চয়,
উত্তরিলা সরস্তীরে।
প্রবেশিলা যবে
তপোবনে তপোধন, নিরখি কৌতুকে

প্রতিবেশী মুনিগণ হাসি জিজ্ঞাসিল—
"কা'র পরিত্যক্ত শিশু আনিলা যতনে,
শ্বেতকেতো? চিরদিন ব্রহ্মচারী তুমি,
তুমি সুপুরুষবর, মার ঋষিরূপী,
অথবা কুমার, দেব-কুমারী-বাঞ্ছিত।
তপঃ প্রিয়, গৃহসুখে নহ অভিলাষী,
না লইলে দারা তেঁই; নহিলে এখন
কুলের রক্ষক পুত্র, নয়নাভিরাম,
বাড়াত আশ্রম শোভা। এতদিনে বুঝি
সুকুমারী স্নেহলতা লভিল জনম
দুশ্চর তপস্যা শুষ্ক হৃদয়েতে তব;
আনিলে পরের শিশু করিতে আপন।
কহ, এ কাহার শিশু, পাইলে কোথায়?"
কহিলা তাপসবর—

"রমার আলয়,
নিত্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষীরোদ সরসে
পুণ্ডরীক শয্যোপরি আছিল শয়ান
অলৌকিক শিশু এই; রোদনে ইহার
চঞ্চল হইল হিয়া বাৎসল্যের ভরে।
সন্তরি' ইহারে বক্ষে ধরিনু যখন,
শুনিনু মধুর বাণী—প্রেমে পুলকিতা
লজ্জাবতী বধূ যথা প্রথম তনয়ে

আরোপি প্রাণেশ-অঙ্কে কহে ধীরে ধীরে,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয় তোমার।'
নিরখিনু চারিদিক্; স্বচ্ছ নীররাশি
হাসিছে অরুণালোকে, স্থির পদ্মবন
আমার উরস-ভারে পীড়িত ঈষৎ
দেখিলাম; না দেখিনু নারী বা পুরুষ
জলমাঝে; তীরে মগ্ন ধ্যান-আরাধনে
ঋষিবৃন্দ নেত্র মুদি'। উত্তরিয়া তীরে
দেখিলাম পরিচিত বৃদ্ধ এক দ্বিজে,—
জানি তাঁরে সত্যবাদী, জ্ঞানী, পুণ্যবান্,
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে নেহারিছে মোরে।
জিজ্ঞাসিনু, 'দ্বিজবর, বাণী সুমধুর
অমিয়-প্রবাহ-সম শুনেছ বহিতে
নীরব ক্ষীরোদ-তটে, অথবা গগনে?'
'শুনি নাই বাণী, কিন্তু অলৌকিকতর
দেখিয়াছি দৃশ্য এক। দেখ নাই তুমি,
দ্যুতিময় কর শিশু ধরি পদ্মোপরি?'—
কহিলা ব্রাহ্মণ। যবে ফিরি তপোবনে,
শুনিলাম অন্তঃকর্ণ প্রতিধ্বনিময়,
'মহাত্মন্, লহ এই তনয়ে তোমার'—
ঋষিগণ, নহে একি দেবতার লীলা?"
সবিস্ময়ে ঋষিগণ আসি শিশু-পাশে

নেহারিলা মুখ তার, আশিসিলা সবে,
কহিলা, "সামান্য নহে এ শিশু-রতন ;
গঠেছেন পদ্মাসনা মাধব-বাসনা
বিজনে নলিনীবনে মানসকুমার ;
ভাগ্যবলে, পুণ্যফলে পাইয়াছ তুমি।"

বাড়িতে লাগিল শিশু পুণ্ডরীক নামে,
শ্বেত শতদলে জন্ম তেঁই অভিধান।
"স্নেহের শীতল উৎস, আনন্দ কিরণ
উচ্ছ্বসিত যুগপৎ আশ্রম-কাননে,"—
কহিতেন ঋষিগণ,—"ধন্য শ্বেতকেতু,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য-তরু শূন্য তপোবনে
স্থাপিলা যতনে যেই, সরসী মরুতে।"
"হেন শোভা," শুনিয়াছি, কহিতেন তাত,
"শোভা পায় রমণীরে ; কান্তি পুরুষের
হইবেক ভীমকান্ত, বজ্রতড়িন্ময় ;
জ্যোৎস্না আর ফুল দলে গঠিত এ শিশু,
অতি রমণীয়, যেন অতি সুকুমার।
নেহারি এ মুখ যবে, ভয় পাই মনে,
—সৌন্দর্য্য আত্মার ছায়া শরীর দর্পণে—
অসহিষ্ণু মূরছিবে স্বলপ ব্যথায়।"

"পূর্ণ সৌন্দর্য্যের শিশু ইন্দিরা তনয়,

রমণী-মানসজাত, তাই হেন রূপ;
কি আশঙ্কা, শ্বেতকেতো, মূর্ত্ত তপঃ তুমি
শিক্ষক পালক যবে, শোভায় প্রভাব,
মধুরে ভীষণ, পুষ্পে বজ্রের মিলন
দেখাইবে,—একাধারে লক্ষ্মী-শ্বেতকেতু।”
তবুও বিষাদ-ছায়ে আবৃত বদন,
চিন্তায় আবিল আঁখি থাকিত তাঁহার;
দুর্ভাগ্যের ভাগ্যবর্ত্ম দূর ভবিষ্যতে
পাইতেন দেখিবারে দূরদর্শী তাত।

কেমনে কাটিত দিন কহিব কেমনে?
মধুর স্বপন সম স্মৃতি শৈশবের,
নয়নেতে আসে জল স্মরি সে সকল;
পিতার সে স্নেহময় প্রশান্ত বদন,
মধুর গম্ভীর স্বর—মহাশ্বেতে, প্রাণ,
ভুঞ্জিয়াছি জন্মান্তর, নিত্য দুঃখময়,
শিশুত্ব লভিতে যদি পারি তপোবলে
সেই অঙ্কে, সে পবিত্র চারু তপোবনে,
তা’হলে তপস্যা সাধি পুনর্জ্জন্ম লাগি।

অধীত-সমগ্র বিদ্যা পিতা পুণ্যবান্
খুলি দিলা আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার,
পিতৃ ধনে অধিকারী হইলাম কালে।

বাখানিত সবে যবে প্রতিভা আমার,
পিতার স্নেহলকান্তি হইত উজ্জ্বল।
সহাধ্যায়িগণ মোরে কহিত আদরে
পুণ্ডরীক লক্ষ্মী সুত, বীণাপাণি-পতি।
গেল হেন জীবনের প্রথম অধ্যায়।

(২)

সমাপ্ত করিনু যবে বিদ্যা চতুর্দ্দশ,
কহিলেন প্রিয়ভাষে পিতা স্নেহময়,
"সযতনে সর্ব্ব বিদ্যা শিখাইনু তোরে,
অতুল প্রতিভাবলে, অতি অল্পকালে,
সকলি শিখিলি ; শ্রম সার্থক আমার।
কিন্তু বৎস, চিরদিন জানিস্ হৃদয়ে,
অধ্যাপন, অধ্যয়ন নহে রে দুষ্কর,
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
নীতিধর্ম্ম অধ্যয়ন করিলে যেমন,
প্রতিকর্ম্মে, প্রতিবাক্যে, প্রতিপাদক্ষেপে
তোমাতে সে সব যেন করে অধ্যয়ন
সর্ব্বলোক। অদ্যাবধি বিস্তীর্ণ সংসারে
ধরি কর্ত্তব্যের পথ চলিবে আপনি।"

অবসিত পঠদ্দশা হইল যেমন,
কোথা হ'তে অতি ক্ষুদ্র বিষাদের রেখা
পড়িল হৃদয়ে মম; যাপি বহুকাল
এক ঠাঁই, ত্যজি তাহে গেলে দেশান্তরে,
আকুল হৃদয় যথা থাকে কিছুদিন,
তেমতি হইল প্রাণ আকুল, উদাস।
হোম, যাগ, ব্রত, তপঃ করিতাম কভু
কভু শুষ্ক, চিন্তাশূন্য, লক্ষ্যশূন্য প্রাণে
ভ্রমিতাম বনে বনে। সমগ্র সংসার
ভাসিত নয়নে যেন দৃশ্য স্বপনের।
বোধ হ'ত, আমি যেন বিশাল প্রান্তরে
এক তরু, এক পান্থ অন্তহীন পথে।
পিতৃতুল্য ঋষিদের সাদর ব্যাভার,
পিতার অটল স্নেহ নারিত রোধিতে
অনির্দ্দিষ্ট অভাবের—বাসনার গতি;
সংসারের দূরস্থিত ক্ষুদ্র তপোবন
মনে হ'ত অতি ক্ষুদ্র; হৃদয় আমার
প্রাবৃষ-সলিল পানে স্রোতস্বতী সম
অপ্রসন্ন, স্রোতোময়, অতিবিস্তারিত,
আশ্রমের ক্ষুদ্র সীমা করি উল্লঙ্ঘন,
ছুটিতে চাহিত কোন অজ্ঞাত-সন্ধানে।
তখন করিনি' লক্ষ্য, এবে মনে পড়ে

জনকের শান্ত দৃষ্টি আমার পশ্চাতে
বিচরিত সাথী সম।
আনিলেন তাত
সুন্দর তেজস্বী এক তাপস কুমার,
শিরে সুকুমার জটা, পিধান বল্কল,
পাদক্ষেপে নির্ভীকতা প্রতিভা ললাটে,
বিশাল লোচনে শান্তি, প্রীতি-বিজড়িতা
অধরে সুনৃতা বাণী, স্নাত মৃদু হাসে।
"সুহৃদ্ কুমার মম, নাম কপিঞ্জল,
তপোনিষ্ঠ, বশী, শান্ত, প্রফুল্ল হৃদয়;
লভি এর সখ্য, পুত্র, হও ধন্য তুমি"—
কহিলেন পিতা মোরে। তদবধি যেন
আঁধারে উদিল শশী। কপিঞ্জল-স্নেহে
লভিনু জীবন নব, উদ্যম নূতন!

এক দিন, প্রিয়তমে, হৃদয় আমার
কি এক অজ্ঞাত-হেতু হরষের ধারে
ছিল সিক্ত। সেই দিন বিমল ঊষায়
গিয়াছিনু সুরপুরে; নন্দন দেবতা
প্রণমিয়া সম্মুখেতে ধরিলা আমার
মনোহর পারিজাত-কুসুম-মঞ্জরী;
লজ্জানত না লইনু; প্রিয় কপিঞ্জল
কহিলা, "কি দোষ, সখে লহ পারিজাত।

তবু না লইনু যদি, সখা নিজ হাতে
লয়ে ফুল কর্ণপুর করিলা আমার।
নন্দনের ফুল, প্রিয়ে, পূর্ণ ইন্দ্রজালে,
স্পর্শে তার কত হয় মোহের সঞ্চার;
চারিদিকে দেখিলাম, দেখি নাই আগে,
সৌন্দর্য্য পড়িছে ফুটি যৌবনের সাথে;
চন্দ্র, তারা, পৃথ্বী, রবি, সাগর, ভূধর,
অভ্রময় মহাশূন্য অতীব শোভন,
অতীব তরুণ যেন।

অচ্ছোদের তীরে
দেখিলাম পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, যৌবন
একাধারে,—কল্পনার অতীত প্রতিমা।
কুসুমে সাগ্রহ নেত্র হেরিনু তোমার,
উপহার দিনু তাহে; দৃষ্টি বিনিময়ে
বিনিমিত হিয়া তথা হইল দোঁহার,
অক্ষমালা সাথে সিত মুকুতার মালা,—
হইলাম পরিণীত, লইলে বিদায়।
তুমি যবে গেলে, লয়ে গেলে সাথে তব
জগতের আলোরাশি, রহিল আমার
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, বিষাদ, অভাব—
বিষাদ, অভাব আর ব্যাকুল বাসনা।
ভুলিলাম হোম, যাঁগ, ধ্যান, অধ্যয়ন,

পিতৃ সেবা ; ভুলিলাম অতিথি-সৎকার,
নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। সখা কপিঞ্জল
বিস্মিত ব্যথিতচিত্ত ফিরিতেন সাথে,
কভু বা ধিক্কারে, কভু মৃদু তিরস্কারে,
কভু স্থির উপদেশে চেষ্টিত নিয়ত
ফিরাইতে সে আমার হৃদয়ের স্রোতঃ।
কি যে পুণ্য, কি যে পাপ, বিমল পঙ্কিল
প্রণয়, আসক্তি কিবা, কিবা জ্ঞান মোহ
কহিতেন অনুক্ষণ, শুনিতাম কানে
কানে মম ; আধা তার পশিত না মনে
বিদেশীর ভাষা যেন ; বুঝিতাম শুধু,
আমার নূতন ব্যথা কেহ বুঝিছে না,
আমার ভবিষ্য সুখ চিনিছে না কেহ।
নয়ন, শ্রবণ, মম প্রাণ, মন, হিয়া
আছিল তোমারি ধ্যানে, তোমাতে জীবিত ;
নয়নের এক জ্যোতিঃ তব রূপরাশি
রেখেছিল আবরিয়া জগতের মুখ
অন্ধকারে। সুখ ছিল তোমারি স্বপনে ;
বর্ণীদের শুষ্কালাপে ভাঙ্গিত যখন
সে স্বপন, জাগিতাম অভাবের মাঝে
নিরানন্দ। গেল ধৈর্য্য, আত্মার সংযম,
গেল শান্তি, গেল পূর্ব্ব সংসার বিরাগ,

সুদুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য, কুলক্রমাগত।
কোথা সুখ এ বৈরাগ্যে, আপন শাসনে ?
বিপুল এ ধরণীর ত্যজি সুখাস্বাদ,
ক্ষুদ্রাশ্রমে ক্ষীণপ্রাণে বেদ-উচ্চারণে
নীরস বরষ কাটে বরষের পরে।
হয় হোক্ নিন্দনীয় গৃহীদের খেলা,
আমি দেখি এ খেলায় আছে কিনা সুখ।
এ যদি না হয়, সখে, স্বরগের পথ
চাহি না স্বরগবাস; এ যদি বন্ধন,
নাহি চাহি মোক্ষ আমি; এ যদি গরল,
চাহি না অমৃতরাশি, না চাহি জীবন।”—
কহিলাম কপিঞ্জলে।

"এ মধুর বিষ
হইবে বিরসতর, তিক্ত, পলে পলে
পরিণামে; সুখাশায় দুঃখ-পারাবারে
ঝাঁপিতে চাহিছ, সখে; পার্থিব বাসনা
কোথা নিয়া যাবে শেষে, ফের সখে এবে,
ফের সখে; ঢালি অঙ্গ প্রবৃত্তির স্রোতে
স্ব-ইচ্ছায়, ভেসে আর নারিবে ফিরিতে;
ভেসে যাবে দিন দিন মরণাভিমুখ,
ডুবিবে আবর্ত্তে কিবা,—মরিবে নিশ্চিত;
স্ব-ইচ্ছায় আর কভু নারিবে ফিরিতে।”

"কেমনে মরিব, সখে? দুইটি জীবন,
দুটি আত্মা একীভূত, দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত,
হবে না কি সঞ্জীবিত দ্বিগুণ জীবনে?
অমৃতের অধিকার বাড়িবে না আর?"

"গৃহধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, কি যে পুণ্যতর
আমিতো বুঝি না, সখে, না বুঝি প্রণয়,
সোপান সে জীবনের কিবা মরণের
নাহি জানি; ভিন্ন জনে কহে ভিন্ন কথা।
দ্বিগুণ জীবনে জীবী, বলে বলীয়ান্,
পবিত্র, সুন্দরতর নহেন সুহৃৎ
ব্রহ্মচারী শুকদেব, তাত শ্বেতকেতু?"

"ছাড় কথা, দেখ, মুখ, দেখগো হৃদয়—
উত্তরঙ্গ ব্যাকুলতা,—দেহ শান্তি তাহে।"

"গৃহী হ'তে চাহ, সখে? তাই হও তবে;
এ অশান্তি, ঝটিকার সাগরের মত
চঞ্চলতা হোক্ দূর; প্রশান্ত হৃদয়ে
দেহ মন গৃহধর্ম্মে। কহিব পিতায়?"

"কহিবে পিতায়?"—লাজে হইনু কাতর
"ব্যাকুল পরাণ মোর দেহের পিঞ্জর

ভেঙ্গে চূরে যেতে চাহে,—কি করিব সখে,
কহ তাঁরে; পিতৃদেব করুণার খনি।”

কোন্ দিকে গেল দিন, কত দিন গেল,
নাহি জানি। তার পর, তোমার স্বপন
ভাঙ্গাইয়া, কপিঞ্জল কহিলা আমায়
এক সন্ধ্যাকালে,—“তাত জানেন আপনি
মানস বিকার তব। আদেশ তাঁহার—
‘সপ্ত মাস, সপ্ত দিবা, সপ্ত দণ্ড আর
লঙ্ঘিবে না পুণ্যময়-তপোবন-সীমা,
—পিতার নিদেশ, বৎস, করিওনা হেলা—
লঙ্ঘনে সমূহ দুঃখ, নিশ্চিত মরণ।
স্নেহ-আশীর্ব্বাদ শত রেখে যাই পাছে;
প্রয়োজন-অনুরোধে চলিলাম আমি
দূর দেশে; মাস শেষে ফিরিব আবার।
এতাবৎ কর সদা ধ্যান অধ্যয়ন,
সযতনে কর, বৎস, আত্মানুসন্ধান;
হৃদয় তটিনীকূলে কর আহরণ
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণরেণু বালু রাশি হ'তে,
স্বর্ণহার চাহ যদি দিতে উপহার
পুণ্যবতী ভাগ্যবতী কোন রমণীরে।”

"যে আজ্ঞা পিতার"—আমি কহিলাম মুখে,
"সপ্ত দণ্ড—দিন—মাস কেমনে ধরিব
শূন্য দেহ এ কাননে?"—ভাবিলাম মনে।
কত কষ্টে গেল দিন, দিন তিন চারি,
গণিয়াছি প্রতি দণ্ড প্রতি পল তার।
শৃঙ্খলিত দেহ পিতৃ-নিদেশ-নিগড়
ভাঙ্গি' চুরি' বাহিরিতে চাহিত যখন
বেগভরে, কপিঞ্জল কোন্ মন্ত্রবলে,
শান্ত নেত্রে, ধীর ভাষে, দৃঢ়মুষ্টিমাঝে
রাখিত আমারে, যেন পালিত কেশরী।

যেই দিন পূর্ণচন্দ্র উঠিল গগনে,
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ষোড়শ কলায়,
উচ্ছ্বসি উঠিল ধরা, হৃদয় আমার।
উঠিলাম ঊর্দ্ধদেশে, চকোরের মত
চন্দ্রে চাহি'—কপিঞ্জল সন্ধ্যা জপে রত।
পাদচারে লঙ্ঘিব না আশ্রমের সীমা,
আশ্রমের ঊর্দ্ধে উঠি দেখি একবার
সুন্দর অচ্ছোদ-তীর প্রিয়াপাদাঙ্কিত;
পারি যদি হেরি দূরে পুণ্য হেমকূট,
কুলের কৌমুদীরূপা যথা মহাশ্বেতা।

শশী আর ধরণীর মধ্যপথ হ'তে
হেরেছ কি শশী আর ধরণীর শোভা?
পূর্ণিমার সে সৌন্দর্য্য নহে বর্ণিবার।
ঊর্দ্ধ হ'তে দেখিলাম উঠিছে উথলি
নীররাশি নীরধির, সমগ্র হৃদয়
তরল প্রণয়রূপে উঠিছে উথলি।
শত কর প্রসারিয়া, সাদরে চন্দ্রমা
যেন আহ্বানিছে তারে; আকুল জলধি
চাহে যেন আপনারে ঊর্দ্ধে লুফিবারে।
সলিলে মিশিছে আলো, তরঙ্গ উজ্জ্বল,
উচ্ছ্বসিত প্রেমে শুভ্র জ্যোতিঃ স্বরগের;
পৃথিবীতে বদ্ধমূল, বেষ্টিত বেলায়,
পারে না সে আপনারে করিতে মোচন;
রহে দূরে প্রণয়ীরা, একের আলোকে
আলোকিত অন্য হিয়া; সুখী নিরখিয়া
একে আপনার ছায়া অপর হিয়ায়।
পূর্ণশশী মহাশ্বেতা, সাগর সমান
এ হৃদয় উদ্বেলিত স্মরণে তাহার,
বেলা, বাঁধ, নিম্ন, ঊর্দ্ধ আছিল না কিছু।

ছুটিলাম শূন্য-পথে সন্ধানে কাহার
অচ্ছোদের তীর পানে,—ক্ষিপ্ত ধূমকেতু

ছুটে কি এমনি বেগে আপনারে দিতে
জ্বলন্ত ভাস্কর-কুণ্ডে ? নামিনু সেথায়
শিশির সমীরে যথা আর্দ্র কেশ তব
মৃদুলে দুলিতেছিল,—বসন্ত আপনি
নিরন্তর-কিশলয়, লতা-বিজড়িত
তরুর ছায়ায় পাতি পুষ্প-আস্তরণ
কামিনী শেফালী আর বকুলের দলে,
স্নাত শুভ্র তনু'পরি আছিল ঢালিতে
পুষ্পাসার,— সেই শুভ পরিচয় দিনে।

দাঁড়াইনু অচ্ছোদের তট উপবনে ;
দেখিলাম সৌন্দর্য্যের শূন্য দেহ তার,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য সেই নাহি মহাশ্বেতা।
কেন এনু এতদূরে ? কোথা মহাশ্বেতা ?
হেমকূটে। কেন এনু, কোথা যাব ফের ?
কেন এনু অবহেলি পিতার নিদেশ,
কি লাগিয়া। ধিক্ মোহ, বিস্মৃতি আমার

বিস্মিত, লজ্জিত, ভীত, ব্যথিত-পরাণ
বসিলাম তরুতলে ; দেহের বন্ধন
শিথিল হইল ক্রমে। স্বপনের মত
জানিলাম সুহৃদের সস্নেহ বচন,

শীতল শরীরে তার উষ্ণ করতল,
অবিরল অশ্রুপাত ললাটে আমার।
"সখে, সখে পুণ্ডরীক, প্রাণাধিক মম,
হেথা কেন ? দেহে, প্রিয়, পেয়েছ আঘাত ?"

"দেহে নহে, মোহবশে কিবা স্বপ্নমাঝে
এসেছিনু অবহেলি পিতার আদেশ ;
আসিয়াছি, যায় প্রাণ ; মরিবার আগে
একবার প্রিয়তম, দেখাবে কি তারে ?"

কি যেন নিদ্রার মত ছাইল আমায়,
এই কি মরণ ?—আমি জিজ্ঞাসিনু মনে।
তার পর ধীরে ধীরে গেলাম কোথায়
নাহি জানি। একবার ঘোর অন্ধকার
করিলাম অনুভব ; মুহূর্ত্তের মাঝে
চারিদিকে দিব্য জ্যোতিঃ দেখিনু প্রকাশ।
কোন দেবতার হস্ত তুলিল আমার
অর্দ্ধমাত্র, সেই মম দেবর্ষি-শরীর
শ্বেত-শতদল বর্ণ, পুণ্ডরীক নাম,
কণ্ঠে শুভ্রতর তব একাবলী হার,
তোমার প্রণয়মালা ; তোমার লাগিয়া
কুলের দেবতা তব অমৃত সিঞ্চনে

রাখিলেন সঞ্জীবিত দেব-অৰ্দ্ধ মম
নিদ্রাগত, মানবের নেত্র-অগোচরে,
প্রচ্ছন্ন পাবক যথা সমিধ্ মাঝার।
সেই এক দীর্ঘ নিদ্রা, জন্ম জন্মান্তর
সে মহানিদ্রার যেন দুঃখের স্বপন।
প্রভাতে সমগ্র স্বপ্ন নাহি থাকে মনে,
যেটুকুর আছে স্মৃতি কহিব তোমায়।

(৩)

মনে পড়ে জীবনের অবস্থা নূতন ;—
আনন্দ অশান্তি কিছু অতিরিক্ত নয় ;
সুখে দুঃখে কাটে দিন আমোদে, বিষাদে ;
রাজপরিষদ্-মাঝে যুবরাজ-সখা
রাজপুত্রগণ-সহ যাপিতেছি দিন ;
নহি দেবর্ষির পুত্র ঋষিসহবাসে,
তপোবনে, শাস্ত্রপাঠে জপতপে রত,
নিমন্ত্রিত সমুজ্জ্বল বাসব সভায়,
ঊষায় সন্ধ্যায় পুণ্য নন্দনকাননে।

অতঃপর পড়ে মনে স্বপ্ন স্পষ্টতর—
সপ্ত আবরণে ঢাকা এ নয়ন হ'তে
এক আবরণ যেন হইল মোচন।

সুন্দর অতীত ছায়া, দেবর্ষি জীবন,
ক্ষণেক জাগিল মনে চপলার মত;
স্মরিতে চাহিনু যত, চাহিনু ধরিতে
গেল যেন মিলাইয়া বিস্মৃতি আঁধারে।
এসেছিনু যেন কোন মায়াময় দেশে,
এই সরোবর-তীর দেখিনু, এতেক
লতিকা-সনাথ তরু আবরিত ফুলে।
দেখিনু জাগিয়া যেন স্বপন সুন্দর,
অথবা সে জাগরণ দুঃস্বপন মাঝে।
প্রতি তরু, প্রতি তার ফুল কিশলয়,
প্রতি শিলা, সরসীর প্রত্যেক সোপান,
স্বচ্ছ নীরে তীর ছায়া ঈষৎ চঞ্চল,
পরিচিত বলি' বোধ হইল আমার।
প্রতি হিল্লোলের ভঙ্গি বাল-রবি-তলে,
বাসন্তি সৌরভে পূর্ণ মৃদু সমীরণ,
কলহংস-কলরব পুণ্ডরীক-বনে,
চক্রবাক-মিথুনের সানন্দ বিহার,
দূরাগত চাতকের ব্যাকুল সুস্বর
কোন দূর অতীতের অভিজ্ঞান-সম
চঞ্চল করিল হিয়া;—বিস্মৃত সঙ্গীত,
রাগিণী শুনিনু যেন সুদূর প্রবাসে;
কত ভাবি, কথা তাঁর পড়িছে না মনে।

ভাবিয়া ভাবিনু, চাহি চাহিলাম কত
বারবার ; মুদি আঁখি, ভাবি মনে, পুনঃ
খুলি আঁখি ; স্মৃতি আর নয়নের মাঝে
বাঁধিয়া চিন্তার সেতু, করে যাতায়াত
আকুল হৃদয় মম। ত্যজি সঙ্গিজন,
ত্যজি ক্রীড়া, নিদ্রাহার, লাগিনু ভ্রমিতে
তীরবনে ; আকুলতা প্রতিক্ষণে মোর
বাড়িতে লাগিল ; হৃত-সরবস্ব সম
খুঁজিতে লাগিনু প্রতি তরুলতা মূল ;
কি মোর হারায়ে গেছে, তাহারি পশ্চাতে
হারাইনু আপনারে। বিস্মিত, চিন্তিত,
পরিজন সানুনয়ে ডাকিছে শিবিরে,
মায়াময় দেশ ছাড়ি পদমাত্র আমি
নারিলাম যাইবারে—অতি পরবান্‌ !
কেহ ক্ষিপ্ত, ভূতগ্রস্ত কেহ বা কহিল,
কেহ বা কহিল ছিঁড়ি সংসার-বন্ধন
সহসা বিবেক মম হয়েছে উদয়।
জানিতাম সকলেরি মিথ্যা অনুমান,
নাহি জানিতাম কিন্তু কি হেতু হৃদয়
সহসা হইল হেন অবশ আকুল ;
ভ্রমিতে লাগিনু বনে আবিষ্টের মত।

একদিন অন্বেষিতে লক্ষ্য অনির্ণেয়,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই চারু উপবনে
পাইলাম দরশন, হইল নির্ণয়
অভীষ্টের। অনাথিনী তাপসীর বেশে
নেহারিনু দেবী এক,—সে তো তুমি, প্রিয়ে।
কহিল হৃদয় মোরে—"এত কাল পরে
পাইয়াছ, ক্ষিপ্তবৎ খুঁজিয়াছ যারে।"

কিন্তু, হায়! ঋষি যেই দুর্ব্বল, পতিত,
ইতর মানব সাথে হয়েছে সমান,
অযোগ্য সে নিরখিতে সপ্রেম নয়নে
সেই মূর্ত্তি। জন্ম জন্ম বিরহ-অনলে
দগ্ধ প্রেম হবে স্বর্ণ বিশুদ্ধ উজ্জ্বল;
অশ্রুর প্রবাহে স্নাত ম্লান-অর্দ্ধ মম
শুভ্র অরবিন্দ সম উঠিবে ফুটিয়া,
তেঁই না চিনিলে তুমি; নিকটস্থ জনে
তোমার পবিত্র তেজে দহিলে,—নাশিলে।

সেই রাত্রি—কালি রাত্রি—সেই পূর্ণচাঁদ
ঘোর ঘৃণাভরে নিম্নে নেহারিছে মোরে,—
সাক্ষীসম দাঁড়াইয়া নিবিড় অটবী,
নীরব, নিরুদ্ধশ্বাস,—স্থির দশদিক্—

কুমারীর দেহ-লতা ক্রোধ-কম্পময়,
নয়নে স্ফুলিঙ্গরাশি, স্বর ভয়ঙ্কর
উচ্চারিছে অভিশাপ—“পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন,
অসংযত-চিত্ত-বাক্, সদ্যোবজ্রপাত
হইল না শিরে তোর ?— না হ'ল অচল
পাপ জিহ্বা ? প্রেমালাপে শিক্ষা শুক-সম,
না জানিস্ মানবের হৃদয়-গৌরব,
তির্য্যক্ না হয়ে কেন জন্ম নরকুলে ?—
“ভগবন্, পরমেশ, দুর্জ্জন শাসন,
যদবধি হেরিয়াছি দেব পুণ্ডরীকে,
তদবধি চিন্তা কিবা স্বপনেও কভু
না যদি দিয়াছি স্থান অপর পুরুষে
চিত্তে মম, তবে সত্য সতীর বচনে
নরকুলপাংশু এই হউক পতিত।”

আর না বুঝিনু কিছু ; দারুণ আঘাতে
পড়িনু ভূতলে—প্রিয়ে, জানইতো তুমি।

অতীব অস্পষ্ট মম স্বপনাবশেষ
নহি শুদ্ধশান্তচিত ঋষিগণ মাঝে,
সংসারে সম্বন্ধ নহি রাজগণ সহ,
সংসারী ব্রাহ্মণ-বাল। গেলাম কোথায়

ঘোর বনে, চরে যথা শ্বাপদ শবর,
শ্রেষ্ঠ মানবের নামে অধিকার-হীন।
পারি না বর্ণিতে প্রিয়ে সে জীবন মম।

অধোগত দিন দিন, দেবর্ষি কুমার—
হীন নর—নরাধম—তির্য্যক্ ক্রমশঃ,
আলোকের দেশ ছাড়ি ক্রমে অন্ধকারে—
ঘনতর, কৃষ্ণতর মোহের মাঝার
হারাইনু আপনারে, জন্মান্তর মম
হইলাম বিস্মরণ। সে আঁধারে শেষে,
সহৃদয়, সুকুমার ঋষির কুমার—
হারিত তাহার নাম, কত স্নেহে আহা
অসহায় জীবনের হইলা সম্বল,
নিরাশায় মাঝে যেন আশা জ্যোতিষ্মতী।
তার পর হেরিলাম বৃদ্ধ মুনি এক,
অনল কঠিনীভূত, বার্দ্ধক্য সবল,
সূক্ষ্মদর্শী, অতীতজ্ঞ; অতীত আমার,
অশাসিত জীবনের দুশ্চিন্তা, দুষ্কৃতি,
দুর্ব্বলতা, অবনতি, দেখাইলা মোরে,
নির্ম্মম কঠোর প্রায় দগধি হৃদয়,
অনুতাপ হুতাশনে হ'ল ভস্মীভূত
হীন যোনিত্বের স্মৃতি, মোহের বন্ধন।

স্মরিলাম কোথা ছিনু, কি আছিনু আগে,
কোন্ দেশ হ'তে ক্রমে পতিত কোথায় ;
স্মরিনু তোমারে, অয়ি, সতি, পুণ্যবতি,
শুদ্ধাচারা, শুদ্ধকামা, প্রেমে অবিচলা।
তার পর ফিরে যেন পুণ্ডরীক-দেহ
দগ্ধ ধৌত প্রাণ মোর করিল গ্রহণ,
গলে তব করার্পিত একাবলী হার,
অন্তর দর্পণে স্থিরা মহাশ্বেতা-ছায়া।
দুঃস্বপন অবসানে কিবা জাগরণ,
মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক চির-পরিণীত।

সমাপ্ত।

এতৎ কবি প্রণীত

আলো ও ছায়া	(৯ম সংস্করণ)	...	১৷৷০
মাল্য ও নির্ম্মাল্য	(২য় সংস্করণ)	...	১৸০
অম্বা ...	...	...	১।০
পৌরাণিকী ...	...	...	১৲
গুঞ্জন ...	...	...	১৲ ও ৸
অশোক সঙ্গীত	...	...	৷৷০
শ্রাদ্ধিকী ...	...	...	৷৷০
ধর্ম্মপুত্র ...	...	...	।০
সিতিমা ...	...	...	৷৷৵০
ঠাকুরমার চিঠি	...	...	।০
দীপ ও ধূপ ...	...	...	২৲

কলিকাতা

১১৫সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, এ্যাক্‌মি প্রিন্টিং এণ্ড প্রসেস্‌ ওয়ার্কস্‌ হইতে
শমীন্দ্র নাথ বসু বি, এস্‌-সি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক—

এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।